ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-7 ■ 8 October, 2024 ■ আগরতলা ৮ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ২১ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফের উত্তপ্ত কদমতলা দোকান, গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর ।। পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী রোড মার্চ শেষ হতেই আবারো কদমতলায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বাজারের দুটি দোকান, সাইকেল এবং গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল দুপুরে কদমতলা ব্লক সংলগ্ন ইন্ডিয়ান ক্লাবের সদস্যারা চুড়াইবাড়ি- কদমতলা সড়কে পুজোর চাঁদা সংগ্রহ করছিলেন। সেই সময় একটি গাড়ি রোগী নিয়ে বহিঃরাজ্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। তারপর গাড়ি চালকের কাছে ৫০০০ টাকা দাবি করে পূজা কমিটির সদস্যরা। গাড়ির চালক মোটা অঙ্কের চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন। টাকা দিতে অস্বীকার করাতে ক্লাবের সদস্যরা মুসলিম সম্প্রদায়ের গাড়ির চালকে মারধর করে বলে অভিযোগ। তাছাড়া, গাড়িতে থাকা সদস্যদের মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার ও অভিযোগ উঠে। সেই গাড়ির চালকের পক্ষ হয়ে এলাকার কিছু পুরুষ মহিলা এসে ক্লাবে আশপাশ এলাকার বাড়ি ঘরে প্রবেশ করে পুরুষ মহিলা সহ শিশুদের পর্যন্ত মারধর করে। ফলে মুহূর্তের মধ্যে বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক একই সময় ওই এলাকার দুই হিন্দু সাম্প্রদায়ের যুবক নিজের সামাজিক মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়কে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করে পোস্ট করেন। পরবর্তী সময়ে এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন কদমতলা থানাও ঘেরাও করেন। তাঁরা পুলিশের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাছাড়া, পরবর্তী সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক থানাও করেন। একসময়ে এই সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি দল থানায় বসে আলোচনা করেন। এক ঘন্টার মধ্যে ক্লাবের সদস্য নির্মলেন্দু সেন ও দ্বীপজয় নাথকে পুলিশ গ্রেফতার করেন। এমতাবস্থায় ডেপুটেশনে আসা কিছু তি উৎসাহী উশৃংখল যুবক অভিযুক্ত বাপন সেনের বাড়ি সহ দুটি গাড়ি এবং কয়েকটি ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে ঢিল ছুড়ে এবং ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছেন পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী সহ বিশাল আধা সামরিক বাহিনী ছুটে গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এক সময় মৃদু লাঠিচার্জ করা হয়েছে কিন্তু বিবাদের মাত্রা এতটাই বৃদ্ধি পাওয়ায় পুলিশকে শূণ্যে ১৬০ রাউন্ড গুলি চালাতে হয়েছে। পুলিশের গুলিতে একজন নিহত ও আহত হয়েছেন। পাশাপাশি, ওই সংঘর্ষে টিএসআর সহ ১৬ জন পুলিশ আহত হয়েছে। রাতেই প্রশাসনের তরফ থেকে বিএনএস ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। তাছাড়া, গভীর রাতে আসাম রাইফেল ময়দানে নামানো হয়েছে। এদিকে,আজ সকালে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী রোড মার্চ শুরু করেছে। পাশাপাশি, গতকাল থেকে পানিসাগর ও ধর্মনগর মহকুমাতে এবং আজ ঊনকোটি জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর বা উস্কানিমূলক পোস্ট না ছড়ানোর জন্য আহবান জানিয়েছেন উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। এদিকে, রোড মার্চ শেষ হতেই ফের কিছুটা উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল কদমতলা বাজারে। কদমতলা বাজার এলাকায় দুটি দোকান, সাইকেল এবং অল্টো গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। তাতে আবারো অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী। গোটা উত্তর জেলা জুড়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

কদমতলার ঘটনায়

শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর ।। কদমতলার অস্থির পরিবেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। এদিন কদমতলায় ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন। প্রশাসনের তরফে যা যা করা প্রয়োজন সবই করা হচ্ছে সেখানে। তাই এলাকায় শান্তি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারের অপদার্থতা ও অপশাসনের ফল ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর ।। ত্রিপুরায় ছয় বছরের বিজেপি সরকারের অপদার্থতা ও অপশাসনের ফলস্বরূপ কদমতলার ঘটনা। যাঁরা রাজ্যে অশান্তি পরিবেশ তৈরী চেষ্টা করছেন তাঁরা এই ভূমিকা থেকে বিরত থাকুন। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কদমতলার ঘটনায় এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিনি দাঙ্গা করার চেষ্টা করছে বিজেপি ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর ।। দীর্ঘদিনের ধরে রাজ্যে দাঙ্গার ষড়যন্ত্র চলছিল। গন্ডাছড়া এবং রানীরবাজারে ব্যর্থ হয়ে কদমতলায় মিনি দাঙ্গা করার চেষ্টা করছে শাসক দল বিজেপি। আজ কদমতলার ঘটনায় শাসক দল বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুললেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

শ্রী বর্মণ বলেন, কদমতলায় চাঁদার জুলুমবাজিকে ঘিরে ভয়াবহ পরিস্থিতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিল বিরোধীরা ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর ।। দীর্ঘদিন যাবত সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ তৈরী করতে চেয়েছিলেন বিরোধীরা। কারণ, তাঁরা রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই তাঁদের রাজ্য সরকারের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ায় মূললক্ষ্য ছিল। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে কদমতলার ঘটনায় বিরোধীদের দিকে আঙ্গুল তুললেন বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। এদিন তিনি বলেন, ছোট একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে রাতে কদমতলায় উতপ্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মর্মান্তিক !

বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু এক ছাত্রীর, আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ অক্টোবর।। বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যান দুর্ঘটনা রীতিমতো ভয়ংকর চেহারা ধারন করেছে। সোমবার সাত সকালে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকার ৩৯ মাইল এলাকাতে দৈত্যাকৃতির এক বাস গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো ১৩ বছর বয়সি স্কুল ছাত্রীর। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

অসম আগরতলা জাতীয় সড়কে ৩৯ মাইল এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। বাস গাড়িটি আগরতলার দিক থেকে বহিঃ রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ৩৯ মাইল এলাকায় আসতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মূল রাস্তা থেকে দূরে সরে যায় এবং সেই সময় এক ছাত্রী গাড়ির চাকার তলে পিষ্ট হয়। ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেও গাড়ির চাকার নিচে আটকে থাকা মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পারছিল না।

ড্রজারের সাহায্যে মেয়েটিকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এছাড়াও আরো দুইজন গুরুতর আহত হয়েছে বলে খবর। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এবং অনুমান করা হচ্ছে চালকের অসাবধানতার ফলেই এই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বিশেষ করে যেভাবে পাহাড়ি পথের দৈত্যাকৃত বাস গাড়িগুলো প্রচন্ড গতি নিয়ে চলে সেই বিষয়ে প্রশাসন”কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে দাবি উঠছে। এদিকে এই দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এই দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

পানীয় জলসহ অন্যান্য দাবি পূরণের জন্য পূর্ত দপ্তরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ অক্টোবর।। পানীয় জলসহ অন্যান্য দাবি পূরণের জন্য পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে ডেপুটেশন প্রদানের পরও কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সোমবার অফিসে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সিপিআইএম।

বিগত কিছুদিন আগে তেলিয়ামুড়া মহকুমার রাস্তাঘাট পানীয় জল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যাকে একত্রিত করে বিরোধী সিপিআইএম দলের তরফ থেকে পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছিল। তবে এই ডেপুটেশন প্রদানের প্রায় একমাস অতিক্রম হতে চললেও প্রশাসনিকভাবে দাবি পূরণের কোন উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়নি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটি তেলিয়ামুরার অম্পি চৌমুহনীতে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রতিপালন করে।এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সিপিআই এম মহকুমা সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, মহকুমা নেতৃত্ব সুবীর সেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচি সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে সুবীর সেন দাবি করেন এক মাসের বেশি সময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা শহরকে সাজিতে তোলা সরকারের লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর ।। আগরতলা শহরকে সাজিয়ে তোলা সরকারের মূল লক্ষ্য। এজন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করেছে। আজ হাওড়া রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় নবনির্মিত আগরতলা দশমীঘাট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকাঠামোর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমী বলেন, একটা সময় ছিল যখন দশমীঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের কথা ভাবলে আতঙ্ক হত। কিন্তু বর্তমানে তার পরিবর্তন হয়েছে। হাওড়ানদী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদীর জল আগরতলা শহরের বেশীরভাগ অংশেই পানীয় জলের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও আগরতলা শহরের নাগরিকদের ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রাণকেন্দ্র এই হাওড়া নদী। সরকার হাওড়া নদীর উন্নয়ন ও সংস্কারে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হাওড়া রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে বিভিন্ন সুবিধাগুলির কথা উল্লেখ করে বলেন, এই প্রকল্পে বন্যা প্রতিরোধ, নদীর পাড়ের ক্ষয়রোধ এবং হাওড়া নদীর বাঁধটিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। তাছাড়াও এই প্রকল্পে হাওড়া নদীর জলকে দূষণমুক্ত করতে সিতুনালা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের নির্মাণ, পথযাত্রীদের জন্য পথ তৈরী করা, নন মোটরাইজড সাইকেল ট্র্যাক, নদীর উপর ফুটব্রিজ, নদী এলাকার জনগণের জীবিকা সৃষ্টিতে নদীর পাড়ে অর্গানিক ফার্মিং-এর মাধ্যমে সব্জি ও ফুলচাষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটির মাধ্যমে হাওড়া নদীর দশমীঘাটটি একটি নান্দনিক পর্যটন স্থান হিসেবেও গড়ে উঠবে। মুখ্যমী বলেন, প্রধানমীর দিকনির্দেশনায় বর্তমান রাজ্য সরকার জনস্বার্থে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। বর্তমানে রাজ্যে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। আগরতলা শহরকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে যা বর্হিরাজ্য থেকে আগত অনেককেই অভিভূত করে।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজমদার বলেন, আগরতলা শহরের আকর্ষনীয় কেন্দ্র এই দশমীঘাটকে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিমা নিরঞ্জনের পর্ব রাজ্যের নাগরিকরা যাতে স্বাচ্ছন্দে উপভোগ করতে পারেন তার জন্যই এই উদ্যোগ। দশমীঘাটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষন করলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। সোমবার ৭৯ টিলাস্থিত স্টেট লোড ডিসপাচ সেন্টার পরিদর্শন করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ। উৎসবের প্রাক মুহূর্তে পর্যন্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ মজুত রয়েছে কিনা তাই খতিয়ে দেখেন তিনি।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ নিগম হল একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং দপ্তর, দপ্তরের কর্মীরা ২৪ ঘন্টা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে। আসন্ন দুর্গাপূজায় সকলে যখন দুর্গাপূজার আনন্দ করবে, তখন বিদ্যুৎ নিগমের সকল কর্মীরা দায়িত্ব পালন করবে বলে জানান তিনি।

মন্ত্রী আরো বলেন, বিগত বছর দূর্গা পূজার অষ্টমীর দিন সর্বাধিক ৩১১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়েছিল। এ বছর মজুদ রাখা হচ্ছে ৩৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ নিগমের ট্রান্সমিশন, জেনারেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন একসাথে কাজ করে এই স্টেট লোড ডিসপাচ সেন্টার থেকে। বিগত বছরের মত এ বছরও দুর্গাপূজা স্টেট লোড ডিসপাচ সেন্টার থেকে বিদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করা হবে। এবারও ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা, প্রদান করা হবে বলে জানান মন্ত্রী।

উৎসবের বাজারে মন্দার ছাপ চিন্তিত ব্যবসায়ী মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৭ অক্টোবর।। রাত পোহালেই দূর্গোৎসব। পূজো যখন শিউরে তখনও মন্দার প্রভাব পিছু ছাড়ছেনা ত্রিপুরার উৎসবের বাজারে। কুমারঘাটে পূজোর বাজারের করুন অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

রাত পোহালেই বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পার্বন দূর্গোৎসব। পূজোকে ঘিরে মাতৃ আরাধনায় দিকে দিকে চলছে শেষ তুলির টান। পূজো মানেই উৎসবপ্রেমী বাঙালীর কাছে বাড়তি উন্মাদনা। দেবী দূর্গার আগমনে প্রতিবছরই প্রকৃতি যেমন নতুন রূপে সাজে তেমনি আপামোর বাঙালীও নতুন পোষাকে সেজে উঠতে চায় যার যার সাধ্যমতো। বিশেষ করে মহালয়ার দিন থেকেই উৎসবপ্রেমীরা লেগে পড়েন পূজোর কেনাকাটায়।

কিন্তু বিগত বছর কয়েক ধরেই ত্রিপুরায় পূজোর বাজারে মন্দার কোপ পড়েছে বলে অভিমত ব্যাবসায়ীদের। যা এবছরও বিদ্যমান। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট শহরের বাজারেও পূজোর বেচাকেনায় মন্দার প্রভাব চিন্তায় ফেলেছে ব্যাবসায়ীদেরকে।

রাত পোহালেই পূজো, এমতাবস্থায় কুমারঘাট বাজারের কাপড়, কসমেটিক্সের মতো হাতেগোনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ৮ অক্টোবর ২০২৪ ইং
২১ আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আত্মহত্যা রুখতে পদক্ষেপ

দেশের, রাজ্যের ,ও পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে মানুষের জীবনধারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা খুবই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কর্মসংস্থানের অভাবে বেকার যুবক যুবতীদের মধ্যে মানসিক বিপর্যয়ের ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু তাই নয় ,ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও মানসিক বিপর্যয়ের ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহা খুবই উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার বিষয়। প্রতিযোগিতার ইদুর দৌড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যখন পিছাইয়া পড়ে তখন ওই মানসিকভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা। পরীক্ষায় আসান রূপ ফলাফল করিতে না পারিলে মানসিক বিপর্যয়ের মাত্রা চরম আকার ধারণ করে। তাহাতে আত্মহত্যা সহ নানা অঘটন ঘটে। এই প্রবণতা ভয়ংকর আকার ধারণ করিতেছে। অদ্ভুত ও পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করিয়াছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী এই ধরনের প্রবণতা প্রতিহত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। সেই লক্ষ্যেই স্কুল পড়ুয়াদের আত্মহত্যার প্রবণতা, মানসিক অবসাদ রুখিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করিল কেন্দ্রীয় সরকার ।তাহাদের মানসিক অবসাদ, আত্মহত্যার প্রবণতা যাহাতে দ্রুত চিহ্নিত করা যায়, সে ব্যাপারে নির্দেশিকা প্রকাশ করা হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। এরজন্য স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা গড়িয়া তুলিতে একটি নির্দিষ্ট দল গড়িবার কথা বলা হইয়াছে কেন্দ্রের নির্দেশিকায় ।শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে প্রকাশ করা নির্দেশিকায় বলা হইয়াছে, ”স্কুলের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষককের তত্ত্ববধানে সচেতনতা গড়িতে একটি দল গঠন করা হইবে। সেখানকার সদস্যরা সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সমাধানের ব্যাপারে অভিজ্ঞ হইবেন। যখনই কোনও পড়ুয়ার থেকে কোনও সঙ্কজনক বা উদ্বেগজনক কোনও প্রবণতা দেখা যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই দলকে জানানো হইবে। সেই দল পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করিবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বাধীন এই দলে থাকিবেন একজন করিয়া কাউন্সিলর বা বিশেষজ্ঞ, সদস্যদের মধ্যে একজন শিক্ষক, স্কুলের ম্যানেজমেন্টের একজন সদস্য, স্কুলের মেডিক্যাল টিমের একজন সদস্য এবং একজন করিয়া মনিটর। নির্দেশিকায় বলা হইয়াছে, ”সঙ্কটজনক পরিস্থিতি দেখিলেই দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হইবে। একে দুটি ভাগে ভাগ করা থাকিবে। একটি হইল, যেখানে কোনও পড়ুয়ার মধ্যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দেখিতে পাওয়া, দ্বিতীয় হইল যেখানে কোনও পড়ুয়া কোন চূড়ান্ত নিতে চলিয়াছে।” কেন্দ্রের নির্দেশিকায় বলা হইয়াছে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই দল নিজেদের মধ্যে বৈঠক করিবে। সেই বৈঠকে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং নানান ধরণের পরিস্থিতি নিয়া আলোচনা হইবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হইয়াছে সচেতনতামূলক দলকে স্কুলে অবাধ ও সুস্থ পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। একইসঙ্গে রেল লাইন, ওষুধের দোকান, নদী বা জলাশয়ের মতো জায়গায় নজরদারি করিতে হইবে।

“জনগণের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র দান করুন”, মমতাকে তোপ সুকান্তর

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): “আপনার সর্বগ্রাসী প্রাতিষ্ঠানিক লুঠ এবং মিথ্যাচারের রাজনীতির বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ করলেই তিনি ”কুত্তা”? আর আপনার তল্পিবাহক দলদাস অপদার্থ পুলিশ প্রশাসন ”মহান”?”
সোমবার এই ভাষাতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বার্তা দিয়ে তাঁকে ইস্তফাপত্র দেওয়ার কথা বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তবাবু লিখেছেন, “আপনার তোষণের রাজনীতি আর প্রশাসনিক অপদার্থতার কারণে রাজ্যের সর্বত্র মহিলাদের উপর নারকীয়, পৈশাচিক নির্যাতন ঘটলেও কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না!
জনগণের মুখবন্ধ রেখে, ধমকে-চমকে আর কত দিন এভাবে পুলিশ ব্যবহার করে আসনরক্ষা করবেন মাননীয়া?
রাজ্যের মহিলাদের প্রতি ন্যূনতম সম্মান দিতে আপনি অপারগ। অতীতেও মহিলাদের উপর নির্যাতন কিংবা ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে নির্যাতিতার সম্পর্কে আপনি যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তা সেই নির্যাতিতাদের জন্য প্রত্যক্ষ হেনস্থার সামিল। এরপর রাজ্যের জনগণ যখন আপনার দলদাস প্রশাসনের আতঙ্ক উপেক্ষা করে পথে নামছেন তখন তাঁদের সম্পর্কে এই মন্তব্য রাজ্যের মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে।
প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত হয়ে, বিচার না পেয়ে বাংলার মানুষ এখন আপনার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছেন। অনুগ্রহ করে বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে এমন চূড়ান্ত অবমাননাকর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। অথবা সাহস থাকলে নিজেকে একজন ব্যর্থ প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করে এবং আপনার ব্যর্থতার দায় নিয়ে জনগণের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র দান করুন।”

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৪ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৫ ডলার। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি সোমবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।
আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.২৭ ডলার বা ০.৩৬ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৭.৭৭ ডলারে ঘরাফেরা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ব্যারেল প্রতি ০.১৮ডলার বা ০.২৪শতাংশ কমে ৭৪.২০ ডলারে লেনদেন করছে।
ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, নয়াদিল্লিতে পেট্রোল স্থিতিশীল রয়েছে ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৭.৬২ টাকায়। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.১৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৩.৯৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯০.৭৬ টাকা। চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীদের পর্য্যালোচনা বৈঠকে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): সোমবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে নকশাল প্রভাবিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে পর্য্যালোচনা বৈঠকে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই যোগ দেন। এই পর্য্যালোচনা বৈঠকে ছত্তিশগড়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা-সহ অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হওয়া এদিনের এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সাই ছত্তিশগড়ে জারি থাকা নকশাল অভিযান এবং উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

কখনও নিজের স্ত্রী, কখনও মেমসাহেব, নানা রূপে দেবীকে সাজাতেন রবি ঠাকুরের ঠাকুরদা

বিশ্বদীপ দে।। সে এক ভিন্ন সময়। ভিন্ন কলকাতা। বলা ভালো কলকেতা। তার কেতাই আলাদা। এই ২০২৩ সালে দাঁড়িয়ে তাকে একটা ভিন্ন পৃথিবীই মনে হতে পারে। জমিদারবাড়িগুলির দুর্গাপুজো, দশমীর নীলকণ্ঠ পুজো ওড়ানো, বিরাট ভোগের আয়োজন-সমারোহ, আড়ম্বরে তা সত্যিই চমকে দেয়। জানেন কি, এই তালিকায় বাদ ছিল না জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িও। হ্যাঁ, ব্রাহ্ম হয়েও ঠাকুরবাড়িতে বন্ধ ছিল না দুর্গাপুজো। তারও আগে দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে সেপুজোর আয়োজন ছিল দেখবার মতো। যদিও শেষ পর্যন্ত বন্ধই হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের পরিবারের দশভুজার আরাধনা। কিন্তু ইতিহাস এখনও উৎসবের মরশুমে হারিয়ে যাওয়া কলকাতার বুক থেকে তুলে আনে সেই সব দিন।

১৭৮৪ সালে দুর্গাপুজো শুরু হয় ঠাকুরবাড়িতে। ততদিন পর্যন্ত পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুজোই পরিচিত ছিল ঠাকুর পরিবারের পুজো হিসেবে। কিন্তু ওই বছর থেকে নীলমণি ঠাকুর জোড়াসাঁকোয় প্রথমবার দুর্গাপুজো করলেন। যদিও ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো শহরের সকলকে তাক লাগিয়ে দেয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে। সে এক এলাহি আয়োজন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ততদিনে বিপুল ধনসম্পদের মালিক। বিত্তশালী মানুষটির সঙ্গে ইংরেজদের রীতিমতো ওঠাবসা। দর্পনারায়ণের পুজোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল। তাই ক্রমেই জাঁকজমক বাড়তে থাকে জোড়াসাঁকোর দুর্গাপুজোর। বলতে গেলে গোটা কলকাতার পুজোর ‘নিউক্লিয়াস’ হয়ে ওঠে ওই পুজো। আড়ম্বর-আয়োজনে তা তাক লাগিয়ে দিত। পরবর্তী সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় আমরা পাই, ‘দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হত। আমাদের উঠানের উপর সামিয়ানা খাটানো আর তিন দিন ধরে নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদ, আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকত না।’ যদিও এটা অনেক পরবর্তী সময়ের বর্ণনা। দ্বারকানাথ ঠাকুরের যৌবনকালের আড়ম্বর ছিল আরও অন্যরকম।

সেই পুজোয় শামিল ছিলেন সাহেবসুবোরাও। ছিল নানা আয়োজন। নাচ- গান-ভোজন-খাওয়াদাওয়া এমনকী, এমনও গুঞ্জন সেই সময় শহরের থিয়েটার মাতানো ইংরেজ অভিনেত্রী এসথারের অনুরাগী ছিলেন দ্বারকানাথ। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুরোনো সেই পুজোর কথা’ বইয়ে রয়েছে সেই কুড়ি-বাইশের তরুণীর মুখের সঙ্গেই একবার মিলে গিয়েছিল দুর্গাপ্রতিমার মুখ! সেবারের পুজোয় তা নিয়েই কত কথা! কিন্তু খোদ প্রিন্সের সমালোচনা করবে কে। তাছাড়া ব্যাপারটা তো গুজবের সীমানার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে! তবে ভিতরে ভিতরে আলোচনা জোরকদমে চলেছিল নিশ্চয়ই। আবার একবার শোনা গিয়েছিল দ্বারকানাথের বিদূষী স্ত্রী দিগম্বরীর সঙ্গে মিল পাওয়া গিয়েছিল

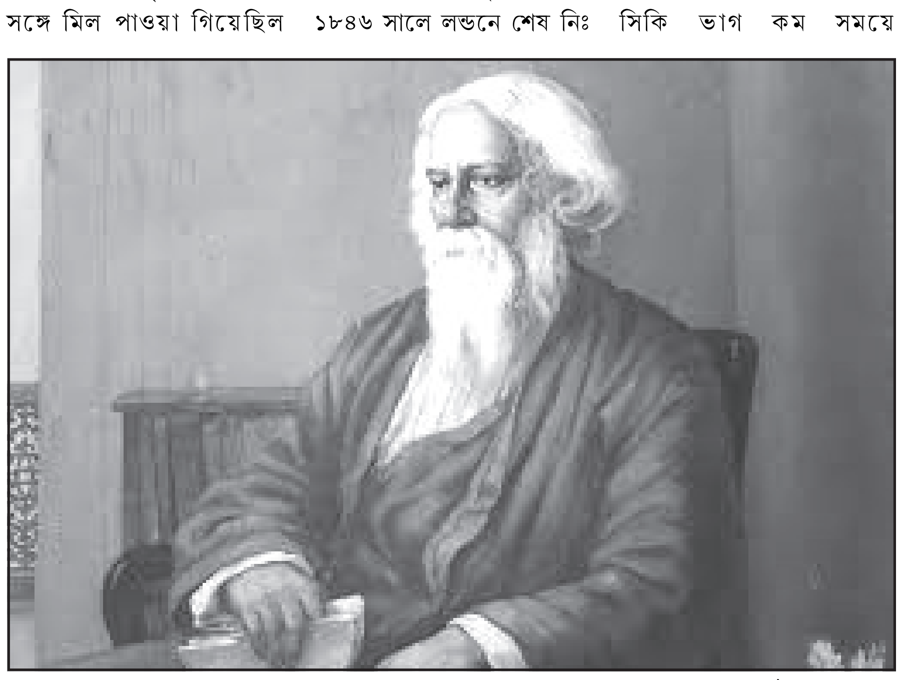

প্রতিমার মুখের! কিন্তু ক্রমে বদলে গেল দিন। দ্বারকানাথ-দিগম্বরীর পাঁচ সন্তানের দু’জন অল্পবয়সেই মারা যায়। বাকি তিনজনের অন্যতম দেবেন্দ্রনাথ। দুই ভাই গিরীন্দ্র ও নগেন্দ্র তাঁর অনুরক্ত ছিলেন। একবার সন্ধিপুজোর সময় দ্বারকানাথ দেখতে পান ছেলেরা কেউই ঠাকুরদালানে নেই। পরে ডাক দিতে সকলে এলেও দেবেন ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হননি মা দুর্গার সামনে। আসলে ততদিনে ব্রাহ্ম আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছেন দেবেন্দ্রনাথ। ফলে অচিরেই দেখা গিয়েছিল দুর্গা থেকে জগদ্ধাত্রী সব পুজোই হচ্ছে একদিকে। বাড়িরই অন্যদিকে কিন্তু পুজো নেই। ১৮৪৬ সালে লন্ডনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দেবেন্দ্রনাথ। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো তখনও চলছে। তা পাকাপাকি বন্ধ হয় ১৮৫৮ সালে। দেবেন ঠাকুরের দুই ভাই পুজোর আয়োজন করতেন। কিন্তু সেই বছর নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াত হলে আর পুজো হয়নি ঠাকুরবাড়িতে। তারও আগে যখন পুজো চলতও, তখন দেবেন্দ্রনাথ পুজোর সময় চলে যেতেন হিমালয়ে। নিরাকার ব্রহ্মের আরাধনায় ব্রতী হতেন তিনি। বলা যায়, বাড়িতে জাঁকজমক করে পৌত্তলিকতার চর্চা মেনে নিতে না পেয়ে এ একপ্রকার পলায়ন। সেই অস্বস্তির শেষ রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই। শতকেরও সিকি ভাগ কম সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো চলেছিল। যা ছিল কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ। এখানে বলে রাখা ভালো, জোড়াসাঁকোর পুজো বন্ধ হয়ে গেলেও পাথুরিয়াঘাটার পুজো কিন্তু চলেছিল দিব্যি। কিন্তু সেই পুজোয় জোড়াসাঁকোর বৈভব ছিল না। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও দ্বারকানাথের আমলের পুজো নিয়ে চর্চা ছিল। ক্রমে তা থেকে যায় ইতিহাসের গর্ভেই। তবে একটা সময় পর ইতিহাসের অধ্যায় পরিণত হয়ে যায় গল্পে। আজ কান পাতলে এই ঝাঁ চকচকে থিমসর্বস্ব কলকাতার বুকে শুনতে পাওয়া যায় সেই প্রিন্স ঠাকুর আয়োজিত দুর্গাপুজোর কথা। বিসর্জনের সময় ওড়ানো হচ্ছে নীলকণ্ঠ পাখি। তেতলার ছাদ থেকে মহিলারা উঁকি মেরে দেখছেন বিজয়া। ওই একবারই নাকি তাঁরা ছাদে উঠতে পারতেন। অসংখ্য অলঙ্কারশোভিতা দুর্গা জলে পড়তেই শুরু হত আলোড়ন। দেবীর গায়ের বহুমূল্য গয়না নিতে শুরু হত প্রতিযোগিতা। যার একেকটির মূল্যই যে বিপুল। ইতিহাস- রসিকরা এখনও কান পাতলে, চোখ তুলে তাকালে সেকেলে কলকাতার সেই সব ইতিহাসকে চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেখেন। বার বার ইতিহাস বলা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের সত্যের গায়ে গল্পের এমন সোনালি রং এসে লাগে তখন তা হয়ে ওঠে আরও মনোরম। সেই সব গল্পকথা আজও, এই সময়ে দাঁড়িয়েও আমাদের মনে করিয়ে দেয় অনেকটা দূর হেঁটে চলে এসেছি আমরা। তবু চাইলে দিগন্তের দিকে তাকালে এখনও সেই ফেলে আসা সময় উঁকি মেরে যায়। যা আসলে রয়েই গিয়েছে বাতাসের ভিতরে। কেবল তাকে উপলব্ধি করাটুকুই বাকি।

যুদ্ধ শুরু তো হল, কিন্তু শেষ কোথায়

শোভনলাল চক্রবর্তী

প্রথমে বিধ্বস্ত হল ইজরায়েল। হামাস সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ঙ্কর হামলা তো ঘটিয়েছেই, তার সঙ্গে বিরাট মানসিক ধাক্কাও দিয়েছে। ইয়ম কিপুর যুদ্ধের পাঁচ দশক পরে এই হামলা ইজরায়েলি সামরিক বাহিনীর ছ “অপ্রস্তুতি”-কে প্রকট করে তুলল। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহ ঘোষণা করেছেন, দেশে যুদ্ধ বেধেছে। পা প্যালেস্তিনীয়দের উপরে ইজরায়েলি দমনের বিষয়টি গোটা বিশ্ব ভাল চোখে না দেখলেও হামাসের এত ভয়খার রক্তক্ষয়ী হামলা বিশ্বের তাবড় বিশ্বনেতাদের ইজরায়েল এর সপক্ষেই দাঁড় করিয়েছে। লক্ষণীয়, প্রতিরক্ষা সূত্রে সে। দেশের সঙ্গে ভারতের কৌশলগত সুসম্পর্ক থাকলেও, প্যালেস্তাইন প্রশ্নে ইজরায়েল-এর মিত্র বলা যায় না ভারতকে, কিন্তু এমন কঠিন সময়ে সে দেশের পাশে দাঁড়িয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রশ্ন হল, যে দেশের গুপ্তচর বিভাগ বিশ্বের অন্যতম সেরা হিসাবে খ্যাত, তাদের নাগাল এড়িয়ে কী ভাবে এ হেন হানা সম্ভব হল? এই ব্যর্থতার ভার বহুলাংশেই বর্তায় নেতানিয়াহু সরকারের উপরে। সম্প্রতি দেশের বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছিল সে দেশের সরকার, যার কারণে জনগণের নজিরবিহীন বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয় তাদের। ফলে গাজায় হামাসের কার্যকলাপের উপর থেকে র কিছু নজার সরে যায় ইজরায়েল-এর সুরক্ষা তথা গুপ্তচর সংস্থাগুলির। শুধু তা-ই নয়, এই সময়ে সৌদি আরবের কাছ থেকে কুটনৈতিক ণ স্বীকৃতি পেতে ওয়াশিংটন এবং রিয়ারের সঙ্গে এক জটিল ত্রিপাক্ষিক আলোচনাতেও ব্যস্ত ছিল নেতানিয়াহ সরকার। এ যাবৎ হামাসের আক্রমণ এসেছে মূলত দু’টি কারণে গাজা এবং অন্যত জনসমর্থন আদায় করতে, এবং পশ্চিম এশিয়ায় নিজেদের গুরুত্বকে অব্যাহত রাখতে। যদিও সন্ত্রাস গোষ্ঠীটি বিলক্ষণ জানে যে, এ-হেন হামলা ইজরায়েলকে নতিস্বীকার করতে বাধ্য করবে না, তাদের অধিকৃত অঞ্চলের নীতিতেও কোনও পরিবর্তন আনবে না কিন্তু আমেরিকার মধ্যস্থতায় ইজরায়েল এবং সৌদি আরবের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরির সম্ভাবনাকে ব্যাহত করাই ছিল এই আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য। উপরন্তু নেতানিয়াহু সরকারের আমলে গাজা সহ ইজরায়েল অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে প্যালেস্তিনীয়দের লাগাতার সামরিক আক্রমণের উত্তরে বহু দিন ধরে পরিকল্পিত এমন হামলা। বিরাট ক্ষতি হল প্যালেস্তিনীয়দেরও। ইজরায়েল এবং সৌদি আরবের মধ্যে শান্তি চুক্তির সূত্রে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে যে বিশেষ ছাড় পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল, সেই সুযোগ হাতছাড়া হল হামলার কারণে। নিশ্চিত

ভাবেই সমুচিত জবাব দিল ইজরায়েল, যাতে নিরীহ প্যালেস্তিনীয়ের প্রাণ গেল, নরকে পরিণত হল গাজা ভূখণ্ড। দুই দেশের নীতির গলদের ফলেই এখনও পর্যন্ত দুই রাষ্ট্র নীতি বলবৎ করা সম্ভব হয়নি। এর মাঝে হামাসের হামলা শান্তি প্রক্রিয়ার ন্যূনতম সম্ভাবনাটিকেও মুছে দিল। রক্তক্ষয়ী সংঘাত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সমাধান হতে পারে না। আর হামাসের মতো গোষ্ঠী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী-ই নয়। এ সঙ্কটের সমাধান তো দূরস্থান, বিপদের মাত্রা হ্রাসের আশাও রীতিমতো পরাহত। কিন্তু কেন হামাসের এই আক্রমণ? আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ন্যুরেমবার্গ বিচারসভা সূত্রে ইউরোপের ইহুদিদের উপর নাৎসি বর্বরতার কাহিনি চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাপক্ষালনের উপায় হিসাবে ইউরোপের নেতারা ব্রিটিশ শাসনাধীন প্যালেস্টাইনে ইউরোপের ইহুদিদের উপনিবেশ গড়ার ছাড়পত্র দিল। এক দিকে যখন এশিয়া আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানপর্ব আসা, ঠিক তখনই গড়ে উঠল পশ্চিম এশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ ইউরোপিয়ানদের এক নতুন কলোনিয়াল বসতি। নাম ইজরায়েল। খেসারত দিতে হল। কয়েক লক্ষ প্যালেস্টিনীয়কে যারা ১৯৪৮ সালে তাদের শত শত বছরের ঘরবাড়ি জমিজায়গা থেকে বিতাড়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল নিকটবর্তী অর্জন, লেবানন, সিরিয়া মিশর ইত্যাদি দেশের জাপ্ত ক্যাম্পে। অচিরেই প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হল তাদের মধ্যে। সারা আরব দুনিয়ার মানুষের স্বতঃ স্ফূর্ত সমর্থন পেল তারা।
অচিরেই প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হল তাদের মধ্যে। সারা আরব দুনিয়ার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেল তারা। প্যালেস্টাইনের পক্ষ নিয়ে মিশর আর সিরিয়া কোনও স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠিত যুদ্ধে নামল। খেপে খেপে সেই যুদ্ধ চলল হয়নি। তার কারণ, একাধিক প্রশ্নে প্রায় দুই দশক ধরে। আমেরিকা সোভিয়েত ইজরায়েলের অনড় মনোভাব। ঠান্ডা লড়াইয়ের সঙ্গে জুড়ে গেল সেই যুদ্ধ। কখনও আরব পক্ষের দিকে পাল্লা ভারী, আবার কখনও আমেরিকার সমর্থনে পুষ্ট ইজরায়েলের দিকে। ১৯৬৭ সালে অতর্কিত আক্রমণে ইজরায়েলের বায়ুসেনা মিশরের প্রায় সব কটা সামরিক বিমানকে তাদের ছাউনিতে থাকা অবস্থাতেই ধ্বংস করে দিল। তার পর ছয় দিনের মধ্যে ইজরায়েল জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর, সিরিয়ার গোলান পাহাড় আর গাজা- সহ মিশরের সাইনাই উপদ্বীপ দখল করে নিল। ১৯৭৩ সালে প্রতি- আক্রমণে মিশরের সেনাবাহিনী ইজরায়েলকে পর্যুদস্ত করে। ১৯৭৮- এর শান্তিচুক্তিতে গাজা বাদে সাইনাই উপদ্বীপ আবার মিশরের হাতে ফেরত আসে। কিন্তু জেরুসালেম-সহ জর্ডনের পশ্চিম তাঁর আর গাজা ইজরায়েলের কব্জায় থেকে যায়। অনেক চেষ্টার পর ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তিতে প্যালেস্টাইনের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হয়। পিএলও ইজরায়েলকে বৈধ রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ইজরায়েল মেনে নেয় যে পিএলও হল প্যালেস্টাইনের জনগণের ন্যায্য প্রতিনিধি। আন্তর্জাতিক স্তরে এ বার স্বীকৃত হল, প্যালেস্টাইনের মানুষ তাদের নিজস্ব জাতি-রাষ্ট্র পেতে চলেছে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। আজ ত্রিশ বছর পরেও পিএলও নেতৃত্বাধীন তথাকথিত প্যালেস্টিনয়ান অর্থরিটি প্রতিষ্ঠিত হলেও কোনও স্বাধীন প্যালেস্টাইন রষ্ট্র গঠিত হয়নি। তার কারণ, একাধিক প্রশ্নে ইজরায়েলের অনড় মনোভাবে। এই প্রেক্ষাপটেই প্যালেস্টাইনি সন্ত্রাস গোষ্ঠী হামাস ভয়ানক জঙ্গি হানা হানল ইজরায়েলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল গাজায় ইজরায়েলের ভয়াল প্রতি-আক্রমণ, আমেরিকার বিদেশসচিব বলেছিলেন, একটা নয়, দশটা ‘৯/১১’র সমান ঘটনা ঘটে গেল। কী ভেবে তিনি বলেছেন জানা নেই, কিন্তু পরিস্থিতি ভয়াবহ। নিহত আহত মৃতপ্রায় আশ্রয়হীন সম্বলহীন চিকিৎসাহীন ক্ষুধার্ত মানুষে ভরে গিয়েছে গাজা, সেখান থেকে সমস্ত মানুষকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা চলছে। হামাস এখনও পণবন্দি ইজরায়েলি মানুষজনকে ছাড়েনি, তার ইঙ্গিতও নেই। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে জেরুসালেম ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কেও। স্পষ্টতই ৯/১১ ছিল একটি ঘটনা কিন্তু এ বারের ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘর্ষ ঘটনা ছাড়িয়ে ইতিমধ্যেই একটি সামূহিক সংঘর্ষে পরিণত। বিশ্ব জুড়ে অনেকেই বলছেন, ইউক্রেনের পর আরও একটি যুদ্ধ বাধল একবিংশ শতকের পৃথিবীতে। তবে আর একটি মতও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যে, এ কোনও “যুদ্ধ নয়, একতরফা আক্রমণ গাজায় প্যালেস্টাইনি মানুষের উপর ইজরায়েল নামক রাষ্ট্র সর্বশক্তিতে চড়াও হলে তাকে কি আর দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধ বলে অভিহিত করা যায়? এ ও ঠিক যে হামাসের প্রাথমিক আক্রমণ ছাড়া ইজরায়েলের আক্রমণ ঘটত না, সুতরাং হয়তো বলা ভাল প্যালেস্টাইনি জঙ্গিদের একাংশের আক্রমণে ইজরায়েল সেখানকার সমগ্র জনগোষ্ঠীকেই ধ্বংস করে দিতে বসেছে। এই ব্যাখ্যা-প্রতিব্যাখ্যা, তর্ক- বিতর্কের মধ্যেও একটি বিষয় স্থিরনিশ্চিত প্যালেস্টাইনি মানুষ লড়াই করতে না পারলেও তাদের সমর্থক কম নেই। ইরান, লেবানন, জর্জন ইথ্যাদি দেশ জানিয়ে দিয়েছে যে তারা সর্বতোভাবে প্যালেস্টাইনের সঙ্গে। আরবভূমির অন্যান্য দেশও সামনে এগিয়ে আসছে, প্রাথমিকভাবে সরাসরি মন্তব্য না করলেও সেখানকার জনমতের চাপ রাষ্ট্রগুলির উপর পড়ছে। সুতরাং গাজাবাসী “যুদ্ধ” করতে না পারলেও পশ্চিম এশিয়ায় “যুদ্ধ” শুরু হয়ে গেল, এ কথা বলাই যায়। একুশ শতকের কোনও যুদ্ধ মহাদেশ সীমনায় আবদ্ধ থাকে। না। গত শতাব্দীর বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের এটাই বাস্তব, বিশ্বায়নের দুনিয়ায় সেই বাস্তব স্পষ্টতর। ইউরোপের নানা দেশে আমেরিকায় ইতিমধ্যেই ইজরায়েল-বিরোধী আন্দোলনকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, পশ্চিম বিশ্বের সঙ্গে ইজরায়েলের গভীর সংযোগ সর্ববিদিত। জার্মানি অস্ট্রিয়াও ইসলামি কট্টরপন্থার সমর্থকদের উপর বিশেষ নারদারি শুরু করেছে। ইসলাম-ভীতির বৃহত্তর প্রেক্ষিতে এই সব ঘটনা উগজনক বিভিন্ন দেশে আশ্রয়প্রার্থী সিরীয় উপত্তনের জন্য পরিস্থিতি কঠিনতর হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। এর মধ্যে “পশ্চিম বিশ্ব”-এর দুই প্রতিস্পর্ণী চিন ও রাশিয়ার ভূমিকা কী এখনও স্পষ্ট নয়, তবে যা-ই হোক, তা শান্তি পুনঃস্থাপনে সহায়ক হবে না নিঃসন্দেহে। বিশ্ব-অর্থনীতিতেও এই সংঘর্ষের প্রভাব পড়বে। ইতিমধ্যেই অপরিশোধিত তেলের দাম ঊর্ধমুখী। এখনই তেলের জোগান বিঘ্নিত হতে পারে, সে আশঙ্কা ক্ষীণ কিন্তু সংঘাত জারি থাকলে, এবং পশ্চিম এশিয়া জুড়ে তার ভূ-রাজনৈতিক জল গড়ালে সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্যদিকে, ইরান যদি হারমুস-এর খাঁড়ি অবরোধ করে, তা হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি বড় পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তেলের দাম বৃদ্ধি বা বাণিজ্যে ব্যাঘাতের অচি পড়বে মূল্যবৃদ্ধির হারের উপর। এমনিতেই গোটা দুনিয়া এখন প্রবল মূল্যবৃদ্ধির চাপে ধ্বস্ত। রুশ-ইউরেন সংঘাত থামার আগেই আরও একটি যুদ্ধ পরিস্থিতিকে স্বভাবতই জটিলতর করবে। দুনিয়ার সর্বত্রই যে কঠোর মুদ্রা নীতি গৃহীত হয়েছে, তা আরও দীর্ঘমেয়াদি হওয়ার আশঙ্কা। ফলে বিনিয়োগের উপর তার প্রভাব পড়বে লগ্নিকারীরা ইতিমধ্যেই সতর্ক হয়েছেন, পুঁজির বাজারে তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে। সংঘাত দীর্ঘমেয়াদি হলে আরও একটি আর্থিক মন্দা প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠবে বলেই আশঙ্কা।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় ৩৫নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে আয়োজিত বস্ত্রদান উৎসবের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। নিজস্ব ছবি।

জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন, উপযুক্ত ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি কলকাতার সিপি-র

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): ১৬৩ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মসূচি চলছে। তা নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবেন বলে জানালেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা।

সোমবার পুজো উপলক্ষে কলকাতা পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মসূচি প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়।

সিপি সাংবাদিকদের বলেন, "পুলিশ উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে।" অনশনের জন্য ডাক্তারেরা লালবাজারের অনুমতি চেয়ে ইমেল করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি। লালবাজার থেকে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়, ধর্মতলায় পুজোর মুখে ভিড় বেশি রয়েছে। প্রতি দিনই পুজোর কেনাকাটার জন্য বহু মানুষ ভিড় করছেন।

এ ছাড়া বিভিন্ন মণ্ডপে প্রতিমা নিয়ে যাওয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ডাক্তারেরা মেট্রো চ্যানেলের সামনে অবস্থানে বসলে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হতে পারে, জানিয়েছিল পুলিশ। অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও অনশন শুরু করেছেন ডাক্তারেরা। সোমবার সেই অনশনের তৃতীয় দিন।

সিপিকে প্রশ্ন করা হয়, "আপনারাই তো ধর্মতলায় ১৬৩ ধারা জারি করেছেন। তার পরেও সেখানে জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন চলছে।

পুলিশ কী করবে?" জবাবে সিপি বলেন, "এ বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।" তবে কখন, কী পদক্ষেপ করবে পুলিশ, তা সিপি স্পষ্ট করেননি। এ বিষয়ে বেশি কথা বলেও চাননি তিনি।

"এর নামই অসাম্প্রদায়িকতা", পুজো উদ্বোধনের পর প্রতিক্রিয়া তসলিমার

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): নয়াদিল্লিতে পুজোর উদ্বোধনের পর অভিভূত নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। পোস্ট করার পাঁচ ঘন্টার মধ্যে সোমবার বেলা পৌনে তিনটেয় এটির লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৮ হাজার, ৭৬ ও ২০৭।

সোমবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "আমি হিন্দু নই। আমি কোনও ধর্মবিশ্বাসী মানুষ নই। কিন্তু মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম। তা সত্ত্বেও আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো পুজো উদবোধন করার জন্য। এর নামই অসাম্প্রদায়িকতা। যখন আমার জন্মের দেশ বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতার আগুনে পুড়ছে প্রতিদিন, তখন কোথাও অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ দেখলে মন ভাল হয়ে যায়।

আশা জাগে যে একদিন মানুষ সত্যিকার শিক্ষিত হবে, সভ্য হবে, সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করবে। গতকাল সন্ধ্যেয় আমি আর নাট্যশিল্পী প্রদীপ গাঙ্গুলি পশ্চিম বিহার এলাকার পুজো উদবোধন করতে গিয়েছিলাম। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদবোধন করলাম দুর্গা পুজোর, বাঙালির সবচেয়ে বড় শারদীয় উৎসবের।"

এশিয়ান ক্রস কান্টির জন্য ভারতের দল ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : ২০ অক্টোবর হংকংয়ে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান ক্রস কান্টি ইভেন্ট। ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এমন আট সদস্যের অভিজাত ভারতীয় দলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে সোমবার। সেই দলে থাকবেন গুলভীর সিং যিনি ২০২৩ এশিয়ান গেমসে ১০০০০ মিটারে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ান ক্রস কান্টিতে ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ ফিটনেস সাপেক্ষে হবে। অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (এএফআই) সভাপতি আদিল সুমারিওয়ালা বলেছেন যদি কোনও অ্যাথলিট অযোগ্য হয় তবে তাকে বাদ দেওয়া হবে।এশিয়ান ক্রস কান্টি ইভেন্টে অভিজাত ভারতীয় দলের স্কোয়াড :অভিজাত পুরুষ : গুলভীর সিং, কার্তিক কুমার, অভিষেক পাল, অরুণ রাঠোড়মহিলা : অঙ্কিতা, সীমা, সঞ্জীবনী যাদব, সোনিকাজুনিয়র পুরুষ : অমরদীপ পাল, কৃপাশঙ্কর যাদব, বিনোদ সিং, গৌরব ভাস্কর ভোসলেমহিলা : একতা দে, সুনিতা দেবী, শিল্পা ধোরা, প্রাচি অঙ্কুশ দেবকর।

জিন নিয়ন্ত্রণে যুগান্তকারী গবেষণা, চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল জিতলেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): এই বছর চিকিৎসাশাস্ত্রে (ফিজিওলজি বা মেডিসিন) নোবেল পুরস্কার জিতেছেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রুভকুন। মাইক্রো আরএনএ আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার পেলেন তারা। এছাড়া পোস্ট-ট্রান্সক্রিপশনাল জিন নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া আবিষ্কারেও এই দু"জন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সোমবার এই দুই নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেছে রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস। প্রতি বছর অক্টোবরের প্রথম সোমবার শুরু হয় নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা। নোবেল প্রাইজ ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ৮ অক্টোবর পদার্থবিদ্যা, ৯ অক্টোবর রসায়ন, ১০ অক্টোবর সাহিত্য, ১১ অক্টোবর সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরস্কার শান্তিতে নোবেল জয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। এছাড়া ১৪ অক্টোবর অর্থনীতিতে বিজয়ীর নাম ঘোষণার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা।

আর জি করে চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রথম চার্জশিট

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): আর জি করে জুনিয়র চিকিৎসক তরুণীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সোমবার প্রথম চার্জশিট তৈরি করেছে সিবিআই। ২০০ জনের সাক্ষ্য নিয়ে ২১৩ পাতার এই চার্জশিট শিয়ালদা আদালতে পেশ হচ্ছে।

মূল ঘটনার ৫৮ দিনের মাথায় এই চার্জশিট পেশ হলো। সঞ্জয় রাইকে একমাত্র ধর্ষণ ও খুনের মামলায় একমাত্র অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে সিবিআই। মত্ত অবস্থায় সঞ্জয় রাই ধর্ষণ ও খুন করে বলে উল্লেখ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের।

সূত্রের দাবি, ধর্ষণ ও খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত হিসাবে এক জনের নামই উল্লেখ রয়েছে চার্জশিটে। পাশাপাশি তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ-সহ বেশ কিছু প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে।

মালদ্বীপের আর্থ-সামাজিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ভারত : মুইজ্জু

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): মালদ্বীপের আর্থ-সামাজিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে এমনটাই বললেন মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুইজ্জু। সোমবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকের পর মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু বলেছেন, 'আমরা (ভারত-মালদ্বীপ) আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গতিপথ নির্ধারণ করে একটি ব্যাপক ভিশন ডকুমেন্টে সম্মত হয়েছি। ব্যাপক অর্থনৈতিক এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা অংশীদারিত্বের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা উন্নয়ন সহযোগিতা, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব, ডিজিটাল ও আর্থিক উদ্যোগ, শক্তি প্রকল্প, স্বাস্থ্য সহযোগিতার পাশাপাশি সামুদ্রিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে।'রাষ্ট্রপতি মুইজ্জু আরও বলেছেন, 'ভারত মালদ্বীপের আর্থ-সামাজিক এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং আমাদের প্রয়োজনের সময়ে মালদ্বীপের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। আমি মালদ্বীপে প্রসারিত উদার সহায়তা এবং সহযোগিতার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী, সরকার এবং ভারতের জনগণকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

মঙ্গলবার বন্ধ থাকবে কিশতওয়ারের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

জম্মু, ৭ অক্টোবর (হি.স.): নির্বাচনের গণনার জন্য কিশতওয়ারের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মঙ্গলবার বন্ধ থাকবে বলে জানা গেছে। কিশতওয়ারের মুখ্য শিক্ষা আধিকারিক জানিয়েছেন যে, জেলার সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল ওইদিন বন্ধ থাকবে। সাম্প্রতিক নির্বাচনের গণনা প্রক্রিয়ার জন্য কিশতওয়ারের জেলা নির্বাচন আধিকারিক এই নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গেছে, নির্বাচনের গণনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্কুলগুলো বন্ধ রাখা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ জারি করে বলা হয়েছে যে, ৮ অক্টোবর ভোটগণনার কারণে স্কুলগুলি বন্ধ থাকবে। জেলার সব স্কুলকে প্রশাসনের এই নির্দেশ মেনে চলতে হবে বলেও জানানো হয়েছে। এই নির্দেশ অমান্য করলে সেই স্কুলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

বিনীতের বিরুদ্ধে মামলায় মোদীর অধীন দফতরকে যুক্ত করার নির্দেশ, হলফনামাতলব হাই কোর্টের

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলেরমামলায় সোমবার কেন্দ্রের কর্মিবর্গ ও প্রশিক্ষণ দফতরকে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন হাই কোর্ট। দফতরটি বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতেই রয়েছে। যে হেতু আইপিএস বিনীত গোয়েল কেন্দ্রীয় ক্যাডারের আধিকারিক, সেই কারণেই কেন্দ্রের কর্মিবর্গ ও প্রশিক্ষণ দফতরকে মামলায় যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

বিনীতের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার আর্জিতে জনস্বার্থ মামলা চলছে কলকাতা হাই কোর্টে। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে হাই কোর্টের বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চে।

আর জি করের নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে উল্লেখ করার অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার আর্জি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী অমৃতা পাণ্ডে। সোমবার মামলায় কর্মিবর্গ ও প্রশিক্ষণ দফতরকে একটি হলফনামা জমা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

জনস্বার্থ মামলাকারী অমৃতা জানিয়েছেন, কর্মিবর্গ ও প্রশিক্ষণ দফতরের অধীনে থাকা কোনও ব্যক্তি আইনভঙ্গ করলে, তাঁর বিরুদ্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ করা যায়, সেই বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্যই হলফনামা তলব করেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। পুজোর ছুটির পর হাই কোর্টের কার্যক্রম চালু হলে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই মামলার পরবর্তী শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য বাজারিছড়া পুলিশ স্টেশন এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারায় নিষেধাজ্ঞা

করিমগঞ্জ (অসম) ৭ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারার অধীনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বাজারিছড়া পুলিশ স্টেশন এলাকায় এক আদেশ যোগে কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এতে পাথারকান্দির চক্র আধিকারিকের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হয়েছে যে, বাজারিছড়া পুলিশ স্টেশন এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং জনমনে শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জনমনে শান্তি সম্প্রীতি স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। এর পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারার অধীনে জারি করা এই নিষেধাজ্ঞা অনুসারে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাজারিছড়া পুলিশ স্টেশন এলাকায় বিনা অনুমতিতে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ।পাশাপাশি অনুমতি ছাড়া কোন ধরনের আন্দোলন কার্যসূচি যথা- বনধ, রেলী, স্ট্রাইক, ধর্ণা, প্রদর্শন ইত্যাদি করা নিষিদ্ধ। আদেশে কোন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র, বিস্ফোরক অথবা কোন সন্দেহজনক বস্তু নিয়ে চলাফেরা নিষিদ্ধ।

এতে অবৈধ যানবাহনের বে-আইনি পার্কিং ও যান বাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। আদেশে বিনা অনুমতিতে লাউড স্পিকার অথবা উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবে এই আদেশ কর্তব্যরত রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কর্মী এবং জরুরিকালীন পরিষেবা যথা- অ্যাম্বুলেন্স ও অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় এই আদেশ তাৎক্ষণিক ভাবে বলবৎ হয়েছে। আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আদেশে জানানো হয়েছে।

হাইলাকান্দিতে পঞ্চায়েতের উন্নয়নে জন সাধারণের পরিকল্পনা শীর্ষক ওয়ার্কশপ সম্পন্ন

হাইলাকান্দি (অসম) ৭ অক্টোবর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় ২০২৫ ২৬ অর্থবছরে পঞ্চায়েতের উন্নয়নে জনসাধারণের পরিকল্পনা শীর্ষক একদিনের একটি ওয়ার্কশপ সোমবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বোয়ালিপারে অবস্থিত স্টেট ইনস্টিটিউট অফ পঞ্চায়েত এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট এর এক্সটেনশন সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই ওয়ার্কশপটির উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সিইও রণজিৎ কুমার লস্কর। উদ্বোধনী ভাষণে সিইও রণজিৎ কুমার লস্কর সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ২৯ টি বিষয় সম্পর্কে ন্যস্ত তালিকার উপর আলোকপাত করেন। তিনি ২০২৫ -২৬ অর্থবছরে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সবার প্রতি আবেদন জানান।। এক্সটেনশন ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যক্ষ সঞ্জীব কুমার সিনহা স্বাগত ভাষনে বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। ওয়ার্কশপে। এক্সটেনশন ট্রেনিং সেন্টারে দুজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার পুষ্পাঞ্জলি শর্মা, সন্দীপ রুদ্র পাল এবং গ্রামীণ জীবিকা মিশনের ডিপিএম সৌমিত্র কুমার দে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। এতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার,গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব গ্রামের জীবিকা মিশনের ডিপিএম এবং এ ডি পি এম সহ মোট ২৬ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

শিলিগুড়িতে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার এক, উদ্ধার চোরাই সামগ্রী

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : চুরির অভিযোগে এক চোরকে গ্রেফতার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। অভিযুক্তর নাম করণ সুব্বা। তিনি শিলিগুড়ি গুরুং বস্তি এলাকার বাসিন্দা। সোমবার পুলিশ এ তথ্য জানায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত ২৬ সেপ্টেম্বর থানাধীন কালকোট এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। ২৭ সেপ্টেম্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা।

সোমবার গ্রেনডিউজ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের কর্মকর্তারা। নিজস্ব ছবি।

আধার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা জন সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আসন্ন পূজো দিন গুলিতে প্রতি জেলার নির্দিষ্ট কিছু পূজা প্রাঙ্গনে আধার এনরোলমেন্ট/আপডেটের জন্য ষ্টল খোলা হবে। ওই সকল পূজা প্রাঙ্গনের নিকটবর্তী এলাকার যে সকল ব্যক্তি আধার আপডেট/এনরোলমেন্ট করতে আগ্রহী তাদের প্রয়োজনীয় নথি (সচিত্র পরিচয় পত্র ও ঠিকানার প্রমাণ পত্র) সহ উক্ত আধার স্টলে এসে আধার পরিষেবা গ্রহণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরিউক্ত পূজা প্রাঙ্গনের নাম নিকটবর্তী মহকুমা শাসকের অফিস থেকে জানা যাবে।

ICA/D/ 1061/24

ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।

Sale notice of immovable properties of NBFCs declared absolute by the Ld. Designated Court through e-auction by MSTC Ltd (a Govt. of India enterprise), Guwahati.
Date of Inspection :- From 25.09.2024 to 15.10.2024.
Opening Date & Time :- 16.10.2024 / 11.00 hours.
Closing date & time :- 16.10.2024 / 15.30 hours
Auction mode :- e-Auction
Interested person may please visit in this site https://www.mstcindia.co.in/TenderEntry/Lot_Item_Details_AucID.aspx?ARID=450100
The MSTC Contact number : 0361-2221199 and email : helpdeskghy@mstcindia.in and ghyopn2@mstcindia.in
ICA/C-1959/24

Director, Institutional Finance

Notice Inviting Tender

Proposals are being invited by Directorate of Information Technology (DIT), Govt. of Tripura from reputed and experienced Companies/ Firms/ Agencies under Two Bid System i.e. Technical Bid and Financial Bid for selection of agency for development of Web-based application and Mobile App for TBOCWWB. Detailed tender document can be downloaded from https://tripuratenders.gov.in. The interested agencies may submit bids through online at https://tripuratenders.gov.in on or before 28.10.2023, 4:00 PM.

ICA/C/1961/24

Director DIT, Govt. of Tripura

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Commandant, 3rd Bn TSR, Kachucherra, Dhalai, Tripura on behalf of the Governor of Tripura, invites online percentage rate e-tender in single vid system from the eligible Central & State Public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/ Govt. Organization of other state & Central for the following works:-

Sl. No.	Name of works	Estimated cost	Earnest Money	Bid Fee	Time for completion
1.	Renovation of Quarter Guard by providing vitrified floor tiles, roof grading, GCI sheet roofing etc. at 3rd Bn TSR Kachucherra, Dhalai, Tripura.	Rs.12,53,554/-	Rs.25,071/-	Rs.1000/-	90 days

Last date & time for online Bidding: - 29-10-2024 upto 1500 hours.
Note: The bid forms and others details including online activates should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in and https://eprocure/app.
ICA/C/ 1951/24

(Binoy Kishore Debbarma) Commandant
3rd Bn Tripura State Rifles

হরেকরকম   হরেকরকম   হরেকরকম

বাড়িতেই রেঁধে ফেলুন কাঁকড়ার কষা !

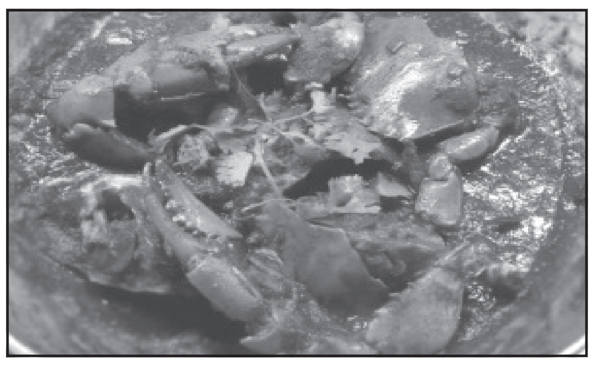

মাছ-মাংস-ডিমের পাশাপাশি ভোজনপ্রিয় বাঙালির হেঁশেলে জমকালো উপস্থিতি কাঁকড়ারও। কাঁকড়ার নানা পদ এখন বাড়িতে অনেকেই রাঁধেন। আর সেটা ঝাল ঝাল কাঁকড়া কষা হলে তো কথাই নেই! জিভে জল আনা সেই কাঁকড়া কষা রান্নার খানাতল্লাসি চালাচ্ছে আনন্দবাজার অনলাইন।

উপকরণ - মাঝারি সাইজের কাঁকড়া - ২টো,মিক্সিতে বা শিলনোড়াতে এক সঙ্গে বাটা আদা-রসুন-কাঁচা লঙ্কা - চায়ের চামচের ২ চামচ,বড় টম্যাটো বাটা - ১টা,বড় পেঁয়াজ বাটা - ১টা, গোটা গরম মশলা - চায়ের চামচের আধ চামচ, হলুদ গুঁড়ো - চায়ের চামচের আধ চামচ,লঙ্কা গুঁড়ো - চায়ের চামচের আধ চামচ,জিরে গুঁড়ো - চায়ের চামচের আধ চামচ গরম মশলা গুঁড়ো - চায়ের চামচের আধ চামচ শুকনো লঙ্কা - ১টা, ধনেপাতা - ৫-৬টা, সরষের তেল - চায়ের চামচের ৫-৬ চামচ, নুন - স্বাদ মতো, জল - মাপ মতো

রন্ধন প্রণালী - ১. কাঁকড়া ভাল করে ছাড়িয়ে, কেটে সামান্য গরম জলে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। ২. নুন-হলুদ মাখিয়ে ম্যারিনেট করে একটা পাত্রে রাখুন। ৩. গ্যাসের উনুনে কড়াই চাপিয়ে তাতে সর্ষের তেল গরম করে কাঁকড়াগুলির দু’পিঠ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাল করে অন্তত ৫ মিনিট ধরে ভাজুন। একটা পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন। ৪. ওই কড়াইয়ে আরও তেল দিয়ে তাতে গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা, পেঁয়াজ বাটা দিন। ৫. অল্প কিছুক্ষণ নেড়ে ওর ভেতর রসুন-টম্যাটো বাটা, স্বাদ মতো নুন দিয়ে ভাল করে কষুন। ৬. পরের ধাপে ওর ভেতর গুঁড়ো হলুদ, লঙ্কা, জিরে, গরম মশলা দিন। অল্প একটু কষে নিন। ৭. এ বার ওই মিশ্রণে ভাজা কাঁকড়া দিয়ে খুব ভালো ভাবে কষতে হবে। ৮. মশলা থেকে তেল বের হতে থাকলে তাতে মাপ মতো খুব অল্প জল ঢেলে কড়াইয়ের ঢাকনা চাপা দিন।

৯. কাঁকড়া সেদ্ধ হতে দিন।

১০. কষা, ঘনঘন হলে উনুন থেকে নামিয়ে খাবার পাত্রে রাখুন। ওর উপরে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন।

১১. আপনার বাড়িতে ঝাল ঝাল কাঁকড়া কষা তৈরি।

১২. গরম ভাতে পরিবেশন করুন।

উপকার পাওয়ার আশায় ঘন ঘন গ্রিন টি খাচ্ছেন ?

আবার স্বাস্থ্যের কথাও তো ভাবতে হবে। উৎসব-অনুষ্ঠান শেষ হলেই তো বাড়তি মেদের চিন্তায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে। তাই সব দিক বিচার করে একটু বেশি বার গ্রিন টি খাচ্ছেন। নিয়ম করে গ্রিন টি খেলে ক্যানসার, অ্যালঝাইমার্স, স্ট্রোক ও ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমে। এমনকি, ত্বকে বয়সের ছাপ ঠেকিয়ে রাখতেও গ্রিন টি-র জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু ঠিক মতো উপকার পেতে কতটা গ্রিন টি খাওয়া জরুরি, জানেন কি? কেউ দিনে দু’কাপ খান, কেউ কেউ আবার বেশি উপকার পেতে পাঁচ-ছ’কাপ এই চা খেয়ে ফেলেন। না জেনে বুঝেই কম বা বেশি খেয়ে ফেলছেন না তো? কিংবা দিনের এমন সময়ে খাচ্ছেন, যে সময়ে খাওয়াটা খুব একটা স্বাস্থ্যকর নয়। কখন খাবেন? খালি পেটে গ্রিন টি খান কি? খাবেন না। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রিন টি খেতে হলে দুটি ভারী খাবারের মাঝখানের বিরতিতেই খাওয়া উচিত। সবচেয়ে বেশি উপকার পেতে হলে কোনও ভারী খাবার খাওয়ার দু’ঘণ্টা আগে কিংবা দু’ঘণ্টা পরে গ্রিন টি খেতে পারেন। এই চায়ে ক্যাফিন ও ক্যাটেচিন ভাল মাত্রায় থাকে, এই যৌগগুলি বিপাকহার বাড়াতে সাহায্য করে। তাই ওজন ঝরানোর জন্য গ্রিন টি খেতে হলে খাবারের মাঝে খাওয়াই শ্রেয়। খালি পেটে খেলে তেমন উপকার পাবেন না। কত বার খাবেন? বার বার গ্রিন টি খান? দিনে ৩-৫ বার গ্রিন টি খেতে পারেন, তবে তার বেশি নয়। গ্রিন টিতে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট যেমন থাকে, তেমনই কিন্তু ক্যাফিনও থাকে। বেশি গ্রিন টি খেলে অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি, শরীরের অতি প্রয়োজনীয় পদার্থগুলিও বেরিয়ে যেতে পারে। কারা গ্রিন টি এড়িয়ে চলবেন? গ্রিন টি খেলে উল্টোপাল্টা খাওয়ার খিদে একটু কমবে, সেই সঙ্গে ওজনও ঝরবে। তবে বদহজম ও ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোমের সমস্যা থাকলে গ্রিন টি এড়িয়ে চলাই ভাল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় খুব বেশি গ্রিন টি না খাওয়াই ভাল। এ ছাড়া ক্যাটেচিন নামক যৌগটি শরীরে আয়রন শোষণে বাধা দেয়। তাই রক্তাল্পতার সমস্যা থাকলে গ্রিন টি এড়িয়ে চলাই ভাল।

শুধু দুধ নয়, বার্ধক্যে হাঁটু ব্যথার ঝুঁকি কমায় ৫ ড্রাই ফ্রুটসও

বার্ধক্যে হাড় সংক্রান্ত নানা সমস্যা লেগেই থাকে। বাড়ির বয়স্ক সদস্যদের খেয়াল করলেই তা বোঝা যায়। বসলে উঠতে পারেন না। বেশি ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেও পা টনটন করে ওঠে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে হাড় কমজোরি হতে শুরু করে ঠিকই। তবে কম বয়স থেকে হাড়ের যত্ন নিতে শুরু করলে এই সমস্যা অনেকটাই এড়ানো যায়।

অস্থিরোগ ঠেকাতে অনেকেই ভরসা রাখেন দুধে, ক্যালশিয়াম সমৃদ্ধ খাবারে। হাড়ের যত্নে দুধের জুড়ি মেলা ভার। পাশাপাশি কিছু ড্রাই ফ্রুটসও কিন্তু হাড়ের খেয়াল রাখতে কার্যকর। কাঠবাদাম- কাঠবাদাম হল ক্যালশিয়ামের সমৃদ্ধ উত। ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন ই-এর মতো উপকারী উপাদানে ঠাসা কাঠবাদাম হাড়ের যত্নে ভরসা হয়ে উঠতে পারে। হাড় ভাল রাখতে শরীরে প্রোটিনের পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়া জরুরি। কাঠবাদামে প্রোটিন রয়েছে ভরপুর পরিমাণে।

আখরোট- ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ আখরোট হাড়ের ক্ষয় প্রতিরোধ করে। এই অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান প্রদাহজনিত সমস্যা কমায়। আখরোটে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ, যা হাড় শক্তিশালী করে তোলে।

খেজুর- অস্থিরোগের ঝুঁকি এড়ানো যাবে তখনই, যদি শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা ঠিক থাকে। খেজুরে ভরপুর পরিমাণে রয়েছে পটাশিয়াম। খেজুর খেলে হাড়ের সমস্যায় ভুগতে হবে না। এ ছাড়া খেজুরে ম্যাগনেশিয়ামও রয়েছে। এই উপাদান অস্টিয়োপোরেসিসের ঝুঁকি কমায়।

কিশমিশ- খেজুরের মতো কিশমিশেও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম। হাড়ের ক্ষয় আটকাতে ভরসা রাখতে হবে কিশমিশের উপরেও। কিশমিশ শরীরে ক্যালশিয়াম আর ম্যাগনেশিয়ামের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। সামগ্রিক ভাবে হাড়ের যত্ন নিতে কিশমিশ অপরিহার্য।

কাজু- কাজুবাদামে রয়েছে ভরপুর ম্যাগনেশিয়াম এবং ফসফেরাস। ম্যাগনেশিয়াম হাড়ের যত্নে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। শরীরে সঠিক মাত্রায় ক্যালশিয়াম শোষণ করতে কাজু সত্যিই উপকারী।

মস্তিষ্কের মানচিত্র তৈরি করলেন বিজ্ঞানীরা

মানুষের মাথার মধ্যে যে কী কী আছে, তা আজও এক রহস্য! সেই গোলকধাঁধায় পথ খোঁজার চেষ্টায় জোট বেঁধেছেন কয়েকশো বিজ্ঞানী। মানব মস্তিষ্কের “মানচিত্র” তৈরি করেছেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এত বিশদ “অ্যাটলাস” এর আগে কখনও তৈরি হয়নি। তিন হাজারেরও বেশি ধরনের কোষ চিহ্নিত করেছেন তাঁরা। এর মধ্যে বেশ কিছু কোষের কথা আগে কেউ জানতেনই না। ২১টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে “সায়েন্স”, “সায়েন্স অ্যাডভান্সেস” ও “সায়েন্স ট্রান্সলেশনাল মেডিসিন” জার্নালে।

মানুষের দেহের সবচেয়ে জটিল অঙ্গ মস্তিষ্ক। আর তার অনেকটাই অজানা। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের “ফ্লোরে ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স অ্যান্ড মেন্টাল হেল”-এর স্নায়ুবিজ্ঞানী অ্যান্টনি হ্যানান বলেন, “খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই গবেষণা।” এর আগেও বিজ্ঞানীরা “ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং” পদ্ধতির মাধ্যমে মস্তিষ্কের মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেটায় এত বিশদ তথ্য ছিল না। এই প্রথম কোষ-স্তরে সম্পূর্ণ মস্তিষ্কের অ্যাটলাস তৈরি করা হয়েছে। তাতে মস্তিষ্কের কোষ-সমষ্টিতে আণবিক প্রতিক্রিয়াগুলো পর্যন্ত ধরা পড়েছে।

এই গবেষণাটি “ইউএস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেল”-এর গবেষণার অংশ। আরও উন্নত মানের নিউরোটেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে এতে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকশো বিজ্ঞানী এই গবেষণায় যুক্ত। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল, মস্তিষ্কের কোষের ক্যাটালগ তৈরি করা। শুধু মানুষ নয়, শিম্পাঞ্জি থেকে ইঁদুর, বিভিন্ন প্রাণীদের মস্তিষ্কের কোষ ও তার প্রকারভেদ সংক্রান্ত নানা তথ্য একত্রিত করার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। এ ভাবে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অসুখ ও তার কারণ সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে বলে ধারণা বিজ্ঞানীদের।

মস্তিষ্কের মানচিত্র তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের “ইউনির্ভাসিটি মেডিক্যাল সেন্টার ইউট্রেক”-এর স্নায়ুবিজ্ঞানী কিম্বারলি সিলেটি ও তাঁর দল। তাঁরা মস্তিষ্কের ১০৬টি জায়গার ৩০ লক্ষেরও বেশি কোষের আরএনএ সিকোয়েন্সিং করেছেন। দান করে যাওয়া তিনটি পুরুষ দেহ থেকে কলাকোষ সংগ্রহ করে ওই পরীক্ষা

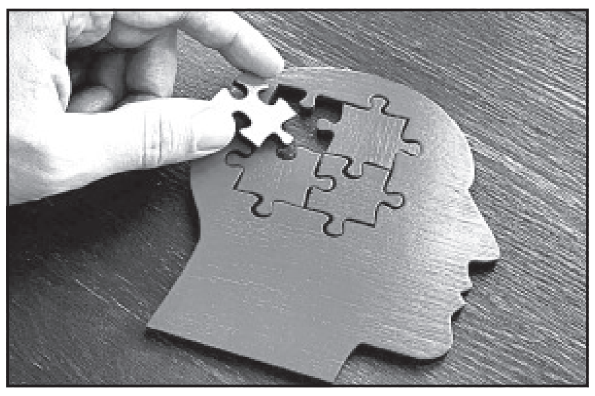

করা হয়েছিল। এক মহিলার মৃতদেহের মোটর কর্টেক্স-ও ব্যবহার করা হয়। কিম্বারলি ৪৬১টি ধরনের কোষের সন্ধান পেয়েছেন। সেই কোষগুলির মধ্যে আবার ৩০০০ সাবটাইপ রয়েছে। তিনি বলেন, “এত ধরনের কোষ দেখে চমকে গিয়েছি।” এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত আর এক বিজ্ঞানী স্টেন লিনারসন বলেন, “মস্তিষ্ক বা ব্রেন ও স্পাইনাল কর্ডকে জুড়ে রাখে ব্রেনস্টেম। এই অংশে সবচেয়ে বেশি ধরনের নিউরোন বা স্নায়ুকোষ থাকে। আমরা এই গবেষণায় দেখেছি, ব্রেনস্টেম কতটা জটিল একটা অংশ।”

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মলিকিউলার বায়োলজিস্ট বিং রেন জানান, এই গবেষণায় মস্তিষ্কের অসুখগুলির পাশাপাশি তার পিছনে থাকা ব্যতিক্রমী জিনের কারসাজিও ধরা পড়েছে। এ ভাবে ব্রেন ডিসঅর্ডার সম্পর্কে ভাল ভাবে জানা যাবে। আর রোগ বোঝা গেলে তার নিরাময়ও ঠিকই পাওয়া যাবে।

সকালের জলখাবার হিসেবে “জলপান” উপকারী কেন ?

সকালে এমন জলখাবার খাওয়া চাই, যা সারা দিন কাজের শক্তির জোগান দেবে। তবে তা থেকে যেন খুব বেশি ক্যালোরি শরীরে না যায়, সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। স্বাস্থ্যকর খাবার মানেই যে দুধ-কর্নফ্লেক্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, এমন নয়। অসমের গ্রামের খাবার জলপানও কিন্তু পুষ্টিগুণে ভরা। অসমের এই খাবার কী দিয়ে তৈরি হয়?

বাংলায় দই-চিঁড়ে এবং বিহারে দধি-চূড়ার মতোই সকালের জলখাবারে বাড়িতে পাতা দই, সঙ্গে চিঁড়ে এবং নারকেল কোরা দিয়ে খেয়ে থাকেন অসমের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষেরা। অবশ্য কোনও কোনও জায়গায় দইয়ের বদলে দুধও দেওয়া হয়। কী কী কারণে এই খাবার অত্যন্ত উপাদেয়?

১) কার্বোহাইড্রেট- ওজন নিয়ে যাঁরা বেশি চিন্তা করেন, তাঁরা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খেতে চান না। কিন্তু সারা দিন কাজ করার মতো এনার্জি পেতে গেলে অল্প হলেও কার্বোহাইড্রেট খেতে হবে। চিঁড়েতে কার্বোহাইড্রেট থাকলেও তার পরিমাণ কম।

২) প্রোটিন- প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস হল দুধ। সেই দুধ থেকেই তৈরি হয় দই। প্রোটিন ছাড়াও দইয়ে ক্যালশিয়াম, ভাল মানের ফ্যাট রয়েছে। হজমে সাহায্য করে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখে প্রোবায়োটিকযুক্ত এই খাবার।

৩) ফাইবার- চিঁড়ের সহজপাচ্য ফাইবার হজমে সাহায্য করে, আবার অনেক ক্ষণ পেটও ভর্তি রাখে। যাঁরা ওজন ঝরাতে চান, তাঁদের জন্যে এটি অন্য খাবারের বিকল্প হতেই পারে।

৪) ফ্যাট

কম ফ্যাটযুক্ত দুধ থেকে তৈরি করা দই শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমতে দেয় না। চিঁড়ে এবং দইয়ের সঙ্গে মধু কিংবা গুড় মিশিয়ে নিলে দই-পোহা সকালের জলখাবার হিসেবে খাওয়া যেতেই পারে।

৫) প্রক্রিয়াজাত নয় বললেই চলে পুষ্টিকর খাবারের তালিকার মধ্যে প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলি পড়ে না। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। চিঁড়ে সেই ভাবে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায় না। তাই সমস্ত পুষ্টিগুণ খাবারের মধ্যেই থাকে।

পাঁচ বিষয়: রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা পরীক্ষা করাতে যাওয়ার আগে মনে রাখা জরুরি

রক্তে থাকা “এলডিএল” বা লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন-কেই খারাপ কোলেস্টেরলের তালিকাভুক্ত করা হয়। কারণ, রক্তে এই কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকলে হার্টের ধমনীতে “প্লাক” তৈরি সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ফলে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়তে থাকে। তাই বয়স ৪০ পেরোনোর পর থেকেই চিকিতকের পরামর্শ মেনে খাওয়াদাওয়া করছেন।

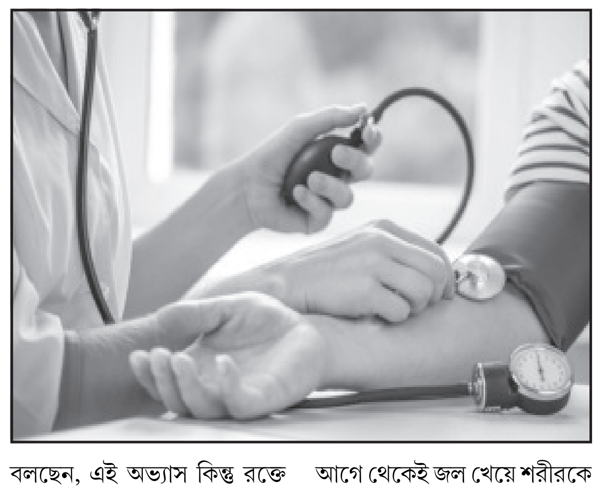

নিয়মিত হাঁটা এবং হালকা কিছু ব্যায়ামও করতে হয়। কিন্তু কোলেস্টেরল বশে রাখতে নিয়মিত যা যা করছেন, আদৌ তা কাজ করছে কি না দেখার জন্যে মাঝেমধ্যে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিতে বলেন চিকিৎসকেরা। তবে এই ধরনের পরীক্ষা করানোর আগে কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি, না হলে পরিমাপে হেরফের হয়ে যেতে পারে।

১) উপোস করে থাকা- কোলেস্টেরলের মাত্রা কেমন, তা পরীক্ষা করাতে যাওয়ার আগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকেরা ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা কিছু না খেয়ে থাকতে বলেন। এত ক্ষণ একেবারে নির্জলা থাকতে কষ্ট হয় বলে অনেকে চা, জল খেয়ে ফেলেন। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, এই অভ্যাস কিন্তু রক্তে কোলেস্টেরল এবং টাইগ্লিসারাইডের মাত্রায় হেরফের ঘটাতে পারে।

২) মদ না খাওয়া- কোলেস্টেরলের সঠিক মাত্রা জানতে হলে রক্ত পরীক্ষা করাতে যাওয়ার আগে মদ খাওয়া যাবে না। তবে শুধু কোলেস্টেরল নয়, যে কোনও পরীক্ষা করাতে যাওয়ার অন্তত পক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে অ্যালকোহল না খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিতকেরা।

৩) পর্যাপ্ত জল খাওয়া- রক্ত পরীক্ষা করানোর ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা আগে চা, জল না খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু শরীর যাতে ডিহাইড্রেটেড হয়ে না যায়, সে দিকে লক্ষ রাখা জরুরি। তাই আগে থেকেই জল খেয়ে শরীরকে আর্দ্র রাখার চেষ্টা করুন।

৪) মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকা

রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি ধরা পড়লে কোন কোন পছন্দের খাবার জীবন থেকে বাদ পড়বে, সেই চিন্তা যদি রক্ত পরীক্ষা করানোর আগেই গ্রাস করে, তা হলে মুশকিল। তাই রক্ত পরীক্ষা করানোর আগে চাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করুন।

৫) চর্বিজাতীয় খাবার না খাওয়া রক্ত পরীক্ষা করানোর আগে বেশি ক্যালোরিযুক্ত খাবার, চর্বিজাতীয় খাবার না খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিতকেরা। এই ধরনের খাদ্যাভাস রক্তে বিভিন্ন উপাদানের মাত্রায় হেরফের ঘটাতে পারে।

তিন লক্ষণ: হাত-পায়ের পাতা এবং দাঁতে ফুটে উঠলে হতে পারে অস্টিয়োপোরোসিস

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের নানা সমস্যা বাড়ে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, একটা বয়সের পর পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মধ্যেই অস্টিয়োপোরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। সমীক্ষা বলছে, বিশ্বে বয়সজনিত কারণে হাড়ে যে সমস্যা বা রোগগুলি দেখা দেয়, তার মধ্যে অস্টিয়োপোরোসিস অন্যতম।

বয়স ৩০-এর কোঠা পেরোলেই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়ার ফলে সাধারণত অস্টিয়োপোরেসিসের সমস্যা দেখা দেয়। রজোনিবৃত্তির পর থেকে মহিলাদের মধ্যে অন্যান্য শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি অস্টিয়োপোরোসিসের সমস্যা প্রবল ভাবে দেখা দেয়। সাধারণত ক্যালশিয়াম এবং ভিটামিন ডি-এর অভাবে হাড়ের রোগ হয়। কিন্তু আপনি অস্টিয়োপোরোসিসে আক্রান্ত হয়েছেন কি না, তা বুঝবেন কী করে?

পাঁচ লক্ষণ বলে দিতে পারে, অতর্কিতে অস্টিয়োপোরোসিস হানা দিল কি না?

১) বার বার হাড় ভাঙা- সামান্য চোট, আঘাতে লাগলেই হাড় ভেঙে যায়। হাড়ের জোর যে কম, তা এত দিনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এই লক্ষণ যে অস্টিয়োপোরোসিসের মতো রোগে আক্রান্ত হলেও হতে পারে, তা জানতেন না।

২) কোমরে যন্ত্রণা-কোমরে ব্যথা নিত্যদিনের সঙ্গী। ভারী কাজ করলেও কোমরে ব্যথা, না করলেও কোমরে ব্যথা। একটা বয়সের পর হাড়ের ঘনত্ব কমতে শুরু করলে এই ধরনের ব্যথা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে এই ধরনের ব্যথা জানান দেয় অস্টিয়োপোরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে কি না।

মাড়ি থেকে দাঁত আলাদা হয়ে যাওয়া অস্টিয়োপোরোসিসের লক্ষণ হতে পারে। ছবি: সংগৃহীত।

৩) দাঁতের সমস্যা- শুধু মিষ্টিজাতীয় খাবার খেলেই দাঁত ক্ষয়ে যায় না। মাড়ি থেকে দাঁত আলাদা হয়ে যাওয়া, রক্ত পড়ার মতো সমস্যাও অস্টিয়োপোরোসিসের লক্ষণ হতে পারে।

৪) পায়ের পাতায় বিকৃতি- অস্টিয়োপোরোসিস হলে পায়ের পাতার আকার অদ্ভুত ভাবে বিকৃত হয়ে যেতে পারে। হ্যামার টো, ফ্ল্যাট ফিটের মতো সমস্যা দেখলেই বোঝা যায়, অস্টিয়োপোরোসিসে আক্রান্ত হয়েছেন কি না।

৫) গোড়ালিতে ব্যথা- মাটিতে পা রাখতে গেলেই গোড়ালির ভিতর পিন ফোটার অনুভূতি হচ্ছে। বেশ কিছু দিন পর আবার ব্যথাও হতে শুরু করেছে। চিকিৎসকেরা বলছেন, অস্টিয়োপোরোসিসে আক্রান্ত হলে এই লক্ষণ দেখা যায়।

মাদকদ্রব্যের মতোই ভয়ঙ্কর নেশা ধরাতে পারে চিপ্স

বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বা রাতে সিরিজ দেখা মুখ চালানোর জন্যে আর কিছু না থাকলেও চিপ্স থাকবেই। চিপ্সের ব্যাপারে আট থেকে আশি, সকলেরই এক রকম নোলা। আবার আইসক্রিমের ক্ষেত্রেও বিষয়টা তাই। অন্য কাউকে আইসক্রিম খেতে দেখলে লোভ সামলাতে পারেন না অনেকেই। মেদ বাড়বে জেনেও হাত বাড়িয়ে একমুঠো চিপ্স কিংবা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে ফ্রিজে রাখা আইসক্রিম সাবাড় করে দেন।

তবে দোষ কিন্তু আপনার নয়। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, চিপসকিংবা আইসক্রিমের মতো “আলট্রা-প্রসেসড ফুড” বা ইউপিএফ মাদকের নেশার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। মানবদেহে কোকেন বা হেরোইনের মতো মাদকের যে প্রভাব, সেই একই প্রভাব পড়তে পারে চিপ্স কিংবা আইসক্রিম খেলে। এই বিষয়ে ৩৬টি দেশে ২৮১টিরও বেশি গবেষণা হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, এই ধরনের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন প্রায় ১৪ শতাংশেরও বেশি মানুষ। শুধু চিপ্স বা আইসক্রিম নয়, এই তালিকায় রয়েছে সসেজ, কেক, বিস্কুট, নরম পানীয় এবং কৃত্রিম চিনি দেওয়া খাবারও। যা ক্যানসার, অবসাদের মতো রোগের ক্ষেত্রে অনুঘটকের মতো কাজ করে। এই গবেষণায় নেতৃত্ব দেন “ইয়েল ফুড অ্যাডিকশন স্কেল”-এর জনক এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং গবেষক অ্যাশলে গিয়ারহার্ট। তাঁদের এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে “দ্য বিএমজে” জার্নালে। অ্যাশলে জানিয়েছেন, এই ধরনের “ইউপিএফ” জাতীয় খাবার দেখলে নিজেকে আটকে রাখতে না পারা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেয়ে ফেলার ফল কখনওই ভাল হয় না। এই জাতীয় খাবার শরীরে গিয়ে ডোপামিন নামক একটি হরমোনকে উদ্দীপিত করে। যা এই ধরনের খাবার খাওয়ার প্রবণতা আরও বাড়িয়ে তোলে। একেবারে মদ কিংবা ড্রাগের নেশার মতোই। তবে সকলের ক্ষেত্রে “আলট্রা-প্রসেসড ফুড” একই ভাবে কাজ করে না। তবে, এমন অনেকেই আছেন, যাঁদের কয়েকটি চিপ্স খাওয়ার পর আর খেতে ইচ্ছে করে না, সামনে সকলে আইসক্রিম খেলেও কেউ কেউ সে দিকে ফিরে তাকান না।

সোমবার প্রাক্তন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিকের উদ্যোগে বস্ত্রদান উৎসবের আয়োজন করা হয়। নিজস্ব ছবি।

কৃষক কল্যাণকেই অগ্রাধিকার কেন্দ্রের, কৃষি নিয়ে বৈঠক করলেন শিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সোমবার নতুন দিল্লির পুসা ক্যাম্পাসে কিষাণ মহাপঞ্চায়েতের প্রতিনিধি এবং কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'আজ কিষাণ মহাপঞ্চায়েতের প্রধান এবং কৃষক সংগঠনের বিভিন্ন রাজ্যের বেশ কয়েকজন কৃষক প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আলোচনাটি খুবই অর্থবহ হয়েছে। আমরা অনেক কিছু গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি...আমি কৃষকরা যাতে এগিয়ে যায় এবং কৃষি ক্ষেত্রের অবস্থার উন্নতি হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে।'কিষাণ মহাপঞ্চায়েতের সভাপতি রামপাল জাট বলেছেন, 'আজ আলোচনা হয়েছিল যে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয়ের নিশ্চয়তা দিয়ে একটি আইন তৈরি করে নতুন বিপ্লব শুরু করা উচিত, যাতে কৃষকদের ঘোষিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের চেয়ে কম দামে তাদের পণ্য বিক্রি করতে না হয়। ভারত সরকার ১৭ বছর আলোচনার পর ২০১৭ সালে একটি মডেল অ্যাক্ট তৈরি করেছে, যাতে বলা হয়েছে যে কোনও কৃষককে ঘোষিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের চেয়ে কম দামে তার ফসল বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে না এবং আমরা কেবল দুটি জিনিস বলেছি, যদি ক্ষেত জল পায়, ফসলের দাম পেলে কৃষক হবে ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা নয়। আর যেদিন কৃষক ঋণদাতা হবে, সেদিন আমাদের দেশ থেকে কৃষকের আত্মহত্যার কলঙ্ক ধুয়ে মুছে যাবে।'

বিজয়া দশমীর চিঠি ফাঁসের অভিযোগ, তদন্ত দাবি

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : বিজয়া দশমী উপলক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো শুভেচ্ছাপত্র দাখিল করে সামাজিক মাধ্যমে সোমবার তদন্তের দাবি তোলা হয়েছে। এদিন বেলা ৪টে ৪০ মিনিটে, পোস্টের এক ঘন্টায় ৬৭টি মন্তব্য ও ৬৪টি শেয়ার হয়েছে।

ইউটিউবার-সাংবাদিক মানব গুস লিখেছেন, "বিজয়া দশমীর চিঠিও ফাঁস। মিথ্যা হলে কলকাতা পুলিশের দেখা উচিত, মুখ্যমন্ত্রীর নামে কারা মিথ্যা ছড়াচ্ছে, আর সত্যি হলে বাংলার জনগণের দেখা উচিত, পুজো শুরুর আগেই কিভাবে বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা তৈরি হয়ে গেছে, আর সেটা মানুষের হাতে পৌঁছেও গেছে?" প্রতিক্রিয়ায় সোনালি চক্রবর্তী লিখেছেন, "রাজ্য দৌড়াচ্ছে। সব কিছুতেই এগিয়ে।" সন্তোষ কুমার ঝাল লিখেছেন, "বেগমের দ্বারা এটা সম্ভব"। আশিস চ্যাটার্জি লিখেছেন, "কেন এতো স্বেচ্ছাচারিতা? এটা সরকার না সার্কাস কোম্পানি?" বাবলু রায় লিখেছেন, "চরম আরাজকতার শাসন চলছে।"

মদন কুমার মণ্ডল লিখেছেন, "এতো ওয়ান টুর ব্যাপার! উনি হাঁটতে হাঁটতে বাজেট বানিয়ে ফেলেন। আচ্ছা পুজো নির্ঝঞ্ঝাট হবে উনি আগেই কি করে বোঝেন?" সুভাষ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "সন্তান প্রসব হওয়ার আগেই অন্নপ্রাশন হয়ে গেলো?" স্বপন দাশগুপ্ত লিখেছেন, "পূজোর আগেই পূজো শেষ?"

"পদলেহনকারী, দলদাস, পুলিশ প্রশাসনের ভাবমূর্তি ফেরানোয় মরিয়া", মমতাকে তোপ সুকান্তর

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): "ব্যর্থ, অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি যতই আপনার পদলেহনকারী দলদাস পুলিশ প্রশাসনের ভাবমূর্তি ফেরানোর মরিয়া প্রচেষ্টা করুন না কেন, বাংলার সাধারণ মানুষ আপনার কু-রাজনীতির ফন্দি ধরে ফেলেছেন"!

সোমবার বিকালে সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্যের বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, "নিজের তল্পিবাহক, দলদাস পুলিশের প্রতি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ অভয় বার্তার পরের দিনই রাজ্যের জনগণের কাছে দুটি উদাহরণ পৌঁছে গেলো। দুটিতেই প্রমাণিত হয় রাজনৈতিকভাবে পুলিশবাহিনীকে অপব্যবহার করলে কতটা ন্যক্কারজনক ফলশ্রুতি হতে পারে।

১। খোদ থানার মধ্যেই একজন মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে শ্লীলতাহানির দায়ে অভিযুক্ত একজন সাব ইন্সপেক্টরকে গ্রেফতার করা হলো। এক্ষেত্রে সেই ঘটনাও যাতে সম্পূর্ণভাবে আড়াল করা যায়, সেই অপচেষ্টা সংঘটিত হয়েছে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের থেকে আসা নির্দেশ অনুযায়ী!

২। বাংলার আরও এক নির্যাতিতার মা পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার মামলা দায়ের করলেন কলকাতা হাই কোর্টে। সাম্প্রতিক একাধিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর প্রমাণ লোপাট হওয়ার আশঙ্কা গ্রাস করেছে তাঁকেও।"

৭৫-এ পদার্পণে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা, সাড়ম্বরে দিনটি উদযাপন করলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): দেখতে দেখতে ৭৫ বছরে পদার্পণ করলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ। বহু স্মরণীয় স্মৃতিকে পাথেয় করে পৌঁছে গেল নতুন এক মাইলফলকে। আর বিশেষ এই দিনটি মহাসড়ম্বরে উদযাপন করলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় পা মেলালেন সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা। পদযাত্রায় অংশ নেন এই বিভাগের অধ্যাপক, গবেষকরাও।

বিশেষ এই দিনটি উদযাপনের প্রহর গোনা চলছিল বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই, অপেক্ষার অবসান হল সোমবার। সকাল থেকেই একে একে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আসতে শুরু করেন অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের প্রিয় অধ্যাপকদের দেখে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন, কেউ কেউ সেলফিও তোলেন। 'স্যার কেমন আছেন, শরীর ভালো আছে তো?', এই কথাও বলতে শোনা যায় অনেক প্রাক্তনীদের। উত্তরে, প্রিয় অধ্যাপকরা বলেন, 'হ্যাঁ, ভালো আছি। তোমরা ভালো আছো তো?' সকাল সকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ পীযূষকান্তি পাণিগ্রাহী। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এসে পৌঁছন সৌমেন্দ্রনাথ (অঞ্জন) বেরা, স্নেহাশীষ সুর, রথীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। দূরদূরান্ত থেকে এসে পৌঁছন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরাও। উদযাপন যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনের দোতলায় সেনেট হলে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সাংবাদিকতা বিভাগের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর শান্তা দত্ত (দে)। বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ পীযূষকান্তি পাণিগ্রাহী, অঞ্জন বেরা, স্নেহাশীষ সুর প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সেনেট হলের কর্মসূচি শেষে দুপুর একটা নাগাদ শুরু হয় পদযাত্রা। পতাকা নেড়ে পদযাত্রার শুভসূচনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর শান্তা দত্ত (দে)। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের অন্যরাও। বর্ণাঢ্য এই পদযাত্রায় পা মেলান সাংবাদিকতা বিভাগের অগণিত ছাত্র-ছাত্রীরা।

জট কাটেনি ধর্মতলায় ডাক্তারদের বায়ো টয়লেট নিয়ে

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের বায়ো টয়লেট নিয়ে জট এখনও কাটেনি। বায়ো টয়লেট বসাতে চেয়ে শনিবার রাতেই লালবাজারে ইমেল করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেখান থেকে কোনও জবাব আসেনি। পুলিশ অনশন কর্মসূচির অনুমতিও না দিলেও অনশন চলছে। জুনিয়র ডাক্তারদের বক্তব্য, অনশনের মাঝে দুর্বল হয়ে পড়লে শৌচাগার ব্যবহার করতে বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব হবে না। সেই কারণে অনশনমঞ্চের কাছেই বায়ো টয়লেট প্রয়োজন।

ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের অনশনমঞ্চে দু'টি বায়ো টয়লেট বসানো হয়েছে। একটি ব্যবহার করছেন মহিলা অনশনকারীরা, অন্যটি ব্যবহার করছেন পুরুষ অনশনকারীরা। তবে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশের লিখিত অনুমতি মেলেনি। আন্দোলনকারীদের দাবি, রবিবার পুলিশ জানিয়েছিল, গ্রিন জোন হওয়ায় সেখানে বায়ো টয়লেট বসানো যাবে না।

গুজরাটের বনাসকাঁথায় বাস উল্টে মৃত্যু ৪ পুণ্যার্থীর, আহত কমপক্ষে ২৫ জন

বনাসকাঁথা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): গুজরাটের বনাসকাঁথা জেলায় বাস উল্টে প্রাণ হারালেন ৪ জন পুণ্যার্থী। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দু''জন। তাঁদের অবস্থা সঙ্কটজনক। সোমবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আম্বাজি দর্শন করে বাসে চেপে ফিরছিলেন পুণ্যার্থীরা। বনাসকাঁথার কালেক্টর মিহির প্যাটেল বলেছেন, 'সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ আম্বাজি দর্শন করে ফেরার পথে একটি বাস ত্রিশূল্য ঘাটের কাছে হঠাৎ উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ২৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে দু''জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।' চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাঁচিতে প্লাস্টিকে মোড়া নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার

রাঁচি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): সোমবার সকালে রাঁচিতে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় এক নবজাতকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।জানা গেছে, রাঁচির সুখদেবনগর থানা এলাকার ১ নম্বর বিদ্যানগর রোড থেকে নবজাতকের দেহটি উদ্ধার

ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে সম্পর্ক শতবর্ষের : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে সম্পর্ক শতবর্ষের। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'মালদ্বীপের নিকটতম প্রতিবেশী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারত।

আমাদের প্রতিবেশী নীতি এবং সাগর ভিশনে মালদ্বীপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ভারত সবসময় মালদ্বীপের জন্য প্রথম প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেছে...ভারত সবসময় প্রতিবেশীর দায়িত্ব পালন করেছে। এখন আমরা আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতাকে একটি কৌশলগত দিকনির্দেশনা দিতে একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা অংশীদারিত্বের রূপকল্প গ্রহণ করেছি।' সোমবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুইজ্জুর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক হয়।

পরে দুই রাষ্ট্রনেতার উপস্থিতিতে, মালদ্বীপের হানিমাধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে উদ্বোধন করা হয়।

এছাড়াও দুই রাষ্ট্রনেতার উপস্থিতিতে মালদ্বীপে রূপে কার্ড পেমেন্ট চালু হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুইজ্জু এই ধরনের প্রথম লেনদেনের সাক্ষী থাকেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, 'উন্নয়ন অংশীদারিত্ব আমাদের (ভারত-মালদ্বীপ) সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আমরা সবসময় মালদ্বীপের জনগণের অগ্রাধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। এই বছর, এসবিআই মালদ্বীপের ট্রেজারি বেঞ্চের ১০০ মিলিয়ন ডলারের রোলওভার করেছে। মালদ্বীপের চাহিদা অনুযায়ী, ৪০০ মিলিয়ন ডলার এবং ৩০০০ কোটি টাকার মুদ্রা বিনিময় চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।'

মঙ্গলে রাজ্যজুড়ে মেডিক্যাল কলেজে ১২ ঘন্টার প্রতীকী অনশন কর্মসূচির ডাক

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): পঞ্চমীতে একাধিক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করল জুনিয়র ডক্টর্স' ফ্রন্ট। মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে প্রতীকী অনশনের ডাক দিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ১২ ঘণ্টা অনশন করবেন তাঁরা। তাঁদের এই অনশনে যোগ দেবেন সিনিয়র চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা।

সোমবার ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্নামঞ্চ থেকে একাধিক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে এই প্রতীকী অনশন কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচির ডাক। এই সঙ্গে মঙ্গলে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মহা মিছিল। বিকেল সাড়ে ৪টেয় মহা মিছিল আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের। তবে এদিন অনশন কর্মসূচির ডাকের মাঝেই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা।

বয়স্ক ও বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে পুলিশের 'পুজো দর্শন'

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : শহরের কিছু বয়স্ক নাগরিক এবং বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে সোমবার কলকাতা পুলিশ 'পুজো দর্শন' নামক কর্মসূচির আয়োজন করে।

শিশু এবং বৃদ্ধদের নিয়ে কলকাতার কিছু বড় পুজো দেখানোই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। সে প্রসঙ্গে সিপি মনোজ বর্মা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "কলকাতা পুলিশ অনেক দিন ধরেই এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত। আমাদের ২২ হাজারের বেশি সদস্য রয়েছেন, যাঁরা পুজোয় ইচ্ছা মতো ঘুরতে, বেরোতে পারেন না। সারা বছরই পুলিশ ওঁদের খোঁজ রাখে।"

সি পি জানান, "এ বছর কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন চার হাজারের বেশি বয়স্ক নাগরিক এবং দু'হাজারের বেশি বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশু। ২২টি বাসে করে ঘোরানো হচ্ছে। সকলের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্তও করা হয়েছে।"

বীরভূমের খয়রাশোলে বিস্ফোরণে মৃত পাঁচ শ্রমিক, আহত অনেকেই

সিউড়ি, (বীরভূম) ৭ অক্টোবর (হি. স.) : বেসরকারি এক কয়লাখনিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত পাঁচ শ্রমিক। বিস্ফোরণের পরপরই পলাতক সংস্থার কর্মীরা। লোকপুর থানার অন্তর্গত এই অঞ্চলটি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, রোজকার মতোই বিস্ফোরণ ঘটে। ভিতরে যে ওই মুহূর্তে শ্রমিক রয়েছে এবং সেখানে যে কাজ চলছে অজানা ছিল ওই ঘটনা। এর মাঝেই কয়লা উত্তোলনের জন্য এই বিস্ফোরণ। সবিস্তারে তা আগে জানা ছিল না সংশ্লিষ্ট কর্মী ও তাদের সহযোগীদের। মৃতদেহ উদ্ধারের পরেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ জানায়, বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তের লাগোয়া খয়রাশোল ব্লক। ভাদুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জিএমপিএল অর্থাৎ গঙ্গারামচক মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থার তরফে সেখানেই এভাবে বিস্ফোরণের সাহায্যে কয়লার ব্লক ফাটিয়ে সেখান থেকেই তা তোলা হয়ে থাকে। চতুর্থীর দিন সাতসকালেই এই বিপত্তি। তরতাজা পাঁচটি প্রাণ ঝরে গেল মাটির নিচে ভূগর্ভস্থ কয়লাখনিতে। আফশোস যাচ্ছে না। কোলিয়ারিতে সব পলাতক। সর্বশেষ খবর, আহত অনেক তা নিয়েও চলছে অনুসন্ধান।

নৈনিতালে নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার

নৈনিতাল, ৭ অক্টোবর (হি.স.): সোমবার সকালে নৈনিতাল জেলা সদরের কাছে একটি ড্রেন থেকে উদ্ধার হলো এক নবজাতকের মৃতদেহ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয় সোমবার।

জানা গেছে, এদিন সকালে নৈনিতাল জেলা সদরের রামগড় রোডের কাছে একটি ড্রেন থেকে এক নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, নবজাতকের বয়স একদিনেরও কম। এমনকি তার নাড়িচ্ছেদও করা হয়নি বলে জানানো হয়েছে।

ইসলামপুরে রাস্তার পাশ থেকে নবজাতকের দেহ উদ্ধার

উত্তর দিনাজপুর, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : চতুর্থীর সকালে ইসলামপুরে নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার সকালে শহরের রামকৃষ্ণপল্লী এলাকা থেকে দেহ উদ্ধার হয়। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। জানা গেছে, ইসলামপুর শহরের রামকৃষ্ণপল্লী এলাকায় প্রধান সড়কে একটি প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগে মোড়ানো এক নবজাতকের দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। ইসলামপুর থানায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি নিজেদের হেফাজতে নেয়। কীভাবে শিশুর দেহ সেখানে পৌঁছল, তা খতিয়ে দেখা শুরু করেছে পুলিশ।

রাজৌরিতে বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার

শ্রীনগর, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার সরনু গ্রামে টহল দেওয়ার সময় নিরাপত্তারক্ষীরা বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে ডাকা হয়।

প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, সন্দেহজনক বস্তুটি আইইডি হতে পারে। বিস্তারিত তদন্তের জন্য এলাকাটি ঘিরে রাখা হয়। এছাড়াও সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

হাওড়ায় পুলকার দুর্ঘটনা, রক্ষা শিশুদের, উদ্ধার করল পুলিশ

হাওড়া, ৭ অক্টোবর (হি.স.): সোমবার চতুর্থীর সকালে হাওড়া ময়দানের শ্রীলেদার্স শোরুমের সামনে একটি পথ দুর্ঘটনা ঘটে। বেশ কয়েকজন স্কুলের পড়ুয়া প্রাইভেট ভাড়া করা পুলকার করে বাড়ি ফেরার পথে এদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।হাওড়ার শিবপুরের একটি বেসরকারি স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার সময় হাওড়া ময়দান বঙ্কিম ব্রিজের নিচে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। পুলকারটি বেশ কয়েকটি বাইকে ধাক্কা মেরে জুতোর শোরুমের কাছে ফুটপাথে উঠে পড়ে।এরপর ট্রাফিক পুলিশের সাহায্যে পুলকার থেকে পড়ুয়াদের উদ্ধার করা হয়। আটক করা হয় পুলকারের চালককে। ঘটনায় গুরুতর আহত বাইক আরোহীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সোমবার আগরতলায় ৩৬নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে আয়োজিত বস্ত্রদান উৎসবের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। নিজস্ব ছবি।

সোমবার বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার রামপ্রদান পাল একটি ওয়েব পোর্টালের উদ্বোধন করেন। নিজস্ব ছবি।

গ্র্যান্ডিয়োস ক্লাবের পূজো মন্ডপে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর:রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজার সংলগ্ন গ্র্যান্ডিয়োস ক্লাবের পূজো মন্ডপে শেষ তুলির টানে সাজিয়ে তোলার কাজ চলেছে। শেষ সময়ের প্রস্তুতি চলছে মহারাজগঞ্জ বাজার সংলগ্ন গ্র্যান্ডিয়োস ক্লাবের পূজা মন্ডপের। এবছর তাদের মন্ডপে ফুটে উঠবে নেপালের পোগোডা বুদ্ধমন্দির।
প্লাস্টিকের বিভিন্ন আইটেম দিয়ে তৈরি হচ্ছে তাদের পূজো মন্ডপ। বোতলের ছিপি চামচ প্লাস্টিকের গরু দিয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়েছে প্যান্ডেলে, যা দর্শনার্থীদের আকর্ষিত করবে বলেই জানান পূজো কমিটির সেক্রেটারি দেবাসিস দত্ত।

সজাগ পুলিশ

● আটের পাতার পর

পূজা মন্ডপ গুলো পরিদর্শন করে এবং সরকারের বিভিন্ন প্রকারের বিধি নিষেধ যেগুলো সার্বিক প্রয়োজন, সেই বিষয়গুলো নিয়ে নানান স্তরের পূজা উদ্যোক্তাদের ওয়াকিবহাল করে।এই বিশেষ এবং সদর্থক অভিযানে নেতৃত্ব প্রদান করতে গিয়ে থানার ওসি ইন্সপেক্টর তাপস মালাকার প্রত্যাশা ত্রিপুরা প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন পুলিশ গোটা থানা এলাকায় সার্বিকভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে পূজা আয়োজন করার প্রয়োজনে যা যা করার সবটাই করবে। পাশাপাশি শ্রী মালাকার আশাবাদী অন্যান্য বারের মতো এবারও ঐতিহ্য অনুযায়ী কল্যাণপুরে শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে এবং সহাবস্থানের নীতিতেই সম্পন্ন হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দেন তিনি।
তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে দুর্গোৎসব পালিত হয়ে আসছে। তাই প্রতিবছরের ন্যায় এবারও যেন সেই শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকে, তার আহবান করেন মুখ্যমন্ত্রী।উল্লেখ্য, এখনো থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে কদমতলায়। জারি করা হয়েছে ১৬৩ ধারা। বন্ধ আছে ইন্টারনেট পরিষেবা এবং ত্রিপুরা আসাম সীমান্ত।

বাজারে মন্দার ছাপ

● প্রথম পাতার পর

ব্যাবসায়ীদের দোকানে বিক্রি মোটামুটি চললেও শহরের অধিকাংশ দোকানেই নেই বিক্রি। শহরের প্রাণকেন্দ্র ভগৎ সিং চৌমুহনিতে থাকা এক কসমেটিক্স ব্যাবসাহী মোহিত বনিক তুলে ধরলেন ব্যাবসায় মন্দার প্রভাবের কথা।তিনি জানিয়েছেন, এবছর মানুষ বাজারমুখী হননি এখনো। ফলে দোকানে চাহিদা অনুযায়ী সামগ্রী মজুদ রাখলেও বিক্রি হচ্ছেনা জিনিস। অনলাইন মার্কেটিংএর প্রভাব বাজারে ব্যাপকভাবে গ্রাস করেছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতা। এদিকে একই অবস্থা কাপড়ের দোকানগুলোতেও। ক্রেতারা হাতেগোনা দুএকটি দোকানমুখী হলেও অধিকাংশ দোকানেই এখনো তেমন জমে উঠেনি ব্যাবসা। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বন্যার প্রভাবে বাজারের হাল খারাপ হলেও তারমাঝেই কেনাকাটাও চলছে বলে জানালেন মিঠুন পাল নামের এক কাপড় বিক্রেতা। পূজোর দিনগুলোতে প্রকৃতি অনুকুলে থাকুক এমনই চাইছেন ব্যাবসাহীরা।অন্যদিকে বাজারের অপর এক ব্যাবসাহী জানিয়েছেন, মানুষের মধ্যে অর্থাভাবের জেরে নেই ক্রয় ক্ষমতা। তারউপর অনলাইন মার্কেটিং এর জেরে দোকানে নেই বিক্রি। গত বছরের তুলনায় বিক্রি কমেছে অনেকটাই। এমতাবস্থায় পূজো উপলক্ষে দোকানে নতুন কাপড় তুলেও বিক্রি না হওয়ায় মহাজনের বকেয়া মেটানো নিয়ে চিন্তিত মাঝারি ব্যাবসাহীরা।বাজারের ক্ষুদ্র ব্যাবসাহীদের অবস্থা আরো করুন। পসরা সাজিয়ে বসে থাকলেও পুজোর মুখে নেই বিক্রি। মূলত একাংশ মানুষের মধ্যে অর্থাভাব এবং অনলাইন শপিংএর কোপ পাশাপাশি শহরের বুকে থাকা বড়ো বড়ো শপিং মলের দাপটে পূজোর মন্দা বাজারে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন কুমারঘাটের অধিকাংশ ব্যাবসায়ীরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কদমতলার ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকায় উদ্বেগ সিপিএমর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ অক্টোবর:উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা ব্লক এলাকার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।এক বিবৃতিতে সিপিআইএম নেতৃত্বরা লেখেন, রবিবার সকালের দিকে দুর্গাপূজার চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল তার হাত ধরে গতকাল রাত পর্যন্ত এবং আজ সারাদিন ধরে ঘটনার আরো বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ঘটনায় একজনের মৃত্যু এবং আরো কিছু লোক আহত হয়েছেন। কদমতলা বাজার ও তার আশপাশ এলাকায় বেশ কিছু দোকানপাট ও বাড়ীঘরে লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।
সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। এজাতীয় অনভিপ্রেত ঘটনায় পুলিশের ব্যর্থতা উল্লেখ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সিপিআইএম।
অন্যদিকে এক বিবৃতিতে সিপিআইএম বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন এক বিবৃতি প্রকাশ করে গোটা এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গত ৬ই অক্টোবর গাড়ি আটকে দুর্গাপুজার চাঁদা আদায়কে ভিত্তি করে তর্ক-বিতর্ক, গাড়ি-বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনাতে ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ লাঠিচার্জ এবং পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৬৩ ধারা জারি ও গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে মহম্মদ আলফিসানী মারা যান এবং কয়েকজন আহত হন।
আজ ৭ই অক্টোবর দিনের বেলায় প্রকাশ্যে গাড়ি ভর্তি করে কিছু বহিরাগত আবার কদমতলা বাজারে এবং তার পাশ্ববর্তী এলাকায় কিছু বাড়ি ঘর, দোকানপাট ভাঙচুর, লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ করে।

কল্যাণপুরে সাড়া জাগিয়ে দেবী দূর্গার আরাধনায় একত্র সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ অক্টোবর:ভৌগলিক আয়তনের দিক দিয়ে কল্যাণপুর ছোট জায়গা হলেও এই সময়ের মধ্যে চিরাচরিত সংস্কৃতির বাস্তবায়ন থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে আধুনিকতার সাজে সাজতে গিয়ে কল্যাণপুর গোটা রাজ্যের মধ্যে একটা সমীহ করার মত জায়গায় পৌঁছে গেছে।
এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রতি বছর কল্যাণপুরে ব্যাপক জাঁকজমক ভাবেই দুর্গাপূজার আয়োজন হয়ে চলে। এবার ভয়াবহ বন্যার পর কল্যাণপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই গোটা এলাকার আর্থসামাজিক ব্যবস্থা যখন প্রভাবিত তখন দুর্গাপূজা আয়োজন নিয়ে দিকে দিকে নানাবিধ প্রশ্ন তৈরি হয়। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কল্যাণপুরের অন্যতম বনেদি ক্লাব একত্র সংঘ এবারও অনেকটা সাড়া জাগিয়েই দুর্গাপূজা আয়োজন করতে চলেছে।
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইতিমধ্যে একত্র সংঘ চত্বরে বড়সড়ো প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে, খবর নিয়ে জানা গেছে স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা মন্ডপ সজ্জা থেকে শুরু করে প্রতিমা তৈরি সহ যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ক্লাব কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে এ বছর সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্লাব সদস্যরা বাহ্যিকভাবে কোন চাঁদা আদায় না করে নিজেদের উদ্যোগেই সম্মিলিতভাবে পূজা আয়োজন করছে।
পাশাপাশি অন্যান্য বারের মত সামাজিক সচেতনতা মূলক বিভিন্ন কর্মসূচিও একত্র সংঘের তরফ থেকে হাতে নেওয়া হচ্ছে বলে খবর। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলা চলে বন্যাকে পেছনে ফেলে দুর্গাপূজা আয়োজনে কল্যাণপুরের একত্র সংঘ স্বমহিমায়।

আগরতলা শহরকে

● প্রথম পাতার পর

পাকা ঘাট থেকে শুরু করে আলোকসজ্জা, সন্ধ্যা আরতি সহ বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার কথা তিনি উল্লেখ করেন। এই দশমীঘাটের রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় এলাকার মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা মার্ট সিটি লিমিটেডের সিইও ড. শৈলেশ কুমার যাদব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, কর্পোরেটর তুষারকান্তি ভট্টাচার্য, কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী, কর্পোরেটর নিতু গুহ দে প্রমুখ। অনুষ্ঠন শেষে মুখ্যমী সহ অতিথিগণ হাওড়া নদীর দশমীঘাটে মঙ্গল আরতিতে সামিল হন।

জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে হঠাত করে এই ঘটনাগুলি হচ্ছে না। ত্রিপুরায় ছয় বছরের বিজেপি সরকারের অপদার্থ ও অপশাসনের ফলস্বরূপ কদমতলা , গন্ডাছড়া, ও রানীরবাজারের ঘটনা। রাজ্যে অসংবিধানিক শক্তিরা থানা, পঞ্চায়েত এবং সবস্তর চালাছে। এমনকি মহাকরণে বসে অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছেন। প্রতিনিয়ত শাসক দলের বাইক বাহিনীর দ্বারা জনগন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছেন। সারা রাজ্যে চাঁদার জুলুমবাজি চলছে। যার কারণে গতকাল কদমতলার ঘটনাটি ঘটেছে।এদিন তিনি আরো বলেন, উতবের মরসুমে মুষ্টিমেয় লোকের অনভিপ্রেত ভূমিকার জন্য গোটা রাজ্যবাসীকে উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাবেন। যাঁরা রাজ্যে অশান্তি পরিবেশ তৈরী চেষ্টা করছেন তাঁরা এই ভূমিকা থেকে বিরত থাকুন। এদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নিকট মন্ত্রী সুধাংশু দাস এবং টিঙ্কু রায়কে সামাজিক মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে আবেদন জানিয়েছেন।কারণ, তাঁরা পূর্বেও রাজ্যের সাম্প্রদায়িক ঘটানায় উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন।

সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপির বহিরাগতের কারণে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের গুলি একজন নিহত হয়েছে। এখন পুলিশ মৃতদেহ দিতে স্বীকার করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে দা সংঘটিত করার ষড়যন্ত্র করছিল শাসক দল বিজেপি। রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য এইগুলি করছেন তাঁরা। তাঁদের জন্য রাজ্যজুড়ে অমঙ্গলের ছায়া পড়ে আছে।তাঁর আরও অভিযোগ, গন্ডাছড়া এবং রানীরবাজারে ব্যর্থ হয়ে কদমতলায় মিনি দাঙ্গা করার চেষ্টা করছে শাসক দল বিজেপি। তাঁদের কারণে রাজ্যে অশান্তি পরিবেশ কায়েম রয়েছে। এর বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় সব মানুষকে রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ গড়ে তোলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলে জানান তিনি।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। কিভাবে ভয়াবহ পরিস্থিতির রূপ নিয়েছে তা তদন্তক্রমে বের করা হবে। রাজ্য সরকার কদমতলার ঘটনায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। ইতিমধ্যে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। পুঙ্খানাপুঙ্খভাবে তদন্ত করে অভিযুক্তদের শাস্তি দেওয়া হবে। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন যাবত সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ তৈরী করতে চেয়েছিলেন বিরোধীরা। কারণ, তাঁরা রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই সরকার নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। তাছাড়া, রাজ্যে শান্তির পরিবেশ চাইছিলেন না বিরোধীরা। যাঁরা ওই ঘটনার প্ররোচনা যুগিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনঅনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন তিনি।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

অতিক্রম হলেও প্রশাসনিকভাবে দাবী পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। শ্রী সেন দাবি করেন আগামী দিনেও সাধারণ মানুষের পক্ষে সিপিআইএম দলের লড়াই এবং আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

শয্যা সংখ্যা নিয়ে রেফারেল সিস্টেম, ১৫ তারিখ থেকে পাইলট প্রজেক্ট চালু

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.) আর জি কর হাসপাতালে মহিলা পিজিটি”র রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে জুনিয়র চিকিৎসকদের মিলিত সংগঠনগুলির দাবিমত কাজ চলছে সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। চলতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যেই বকেয়া কাজ শেষ হবে। রাজ্যের মুখ্যসচিব ড. মনোজ পন্থ জানিয়েছেন, আগামী ১৫ অক্টোবর সব কাজ শেষ করার লক্ষ্যে চলছে সবরকমের প্রস্তুতি। ধীরে ধীরে অগ্রগতি হচ্ছে। একযোগে সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ৪৫ু সিসিটিভি বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৮ টি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৭,০৫১ টি সিসিটিভি বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে ৩,০৮১টি বসেছে যা প্রায় মোট পরিকল্পনার ৪৫ু সম্পূর্ণ। ওয়াশ রুমের কাজ ৬৫ু, অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থা ৬১ু, বিশ্রাম কক্ষের কাজ ৬২ শতাংশ শেষ হয়েছে। আগামী দিনে শয্যা সংখ্যা খালি রয়েছে কিনা তা জানার জন্য রেফারেল সিস্টেম নিয়েও আজকের বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম উপস্থিত ছিলেন। ১৫ অক্টোবরের মধ্যেই পাইলট প্রজেক্ট চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যে। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পুরোপুরিভাবে চালু করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। সেইসঙ্গে প্যানিক বাটন ও যথারীতি কাজ করবে।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন শুরু

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের দুই জুনিয়র ডাক্তার সোমবার থেকে আমরণ অনশন শুরু করেছেন। তাঁরা হলেন, অলোক কুমার বর্মা এবং শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মতলার মঞ্চ থেকেই সে কথা ঘোষণা করেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। যদিও অপর একটি সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের ৯ জন অনশন শুরু করেছেন।
মঙ্গলবার সকাল ৯ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা প্রতীকী অনশনের পাশাপাশি প্রতিবাদ মিছিলের ডাকও দেওয়া হয়েছে। কলেজ স্কোয়্যার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ওই মিছিল হবে মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ। সাধারণ মানুষকে মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে আর জি করে তরুণী ডাক্তারের ধর্ষণ-খুনের মূল যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের সূত্রপাত, সেই ঘটনায় চার্জশিট গঠন করেছে সিবিআই। শিয়ালদহ আদালতে তা জমা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আন্দোলনকারী দেবাশিস হালদার বলেন, “সংবাদমাধ্যম থেকে যা তথ্য পেয়েছি, সেই অনুযায়ী এটি একটি প্রাথমিক চার্জশিট। তার ভিত্তিতে এই মুহূর্তে কোনও মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলব। তার পরে এই বিষয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়া জানাব।”

জবকার্ডধারীদের কেন বেকার ভাতা নয়, রাজ্যের ব্যাখ্যা চায় হাই কোর্ট

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): রাজ্যে একশো দিনের কাজের প্রকল্পে টাকা দেওয়া আপাতত বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দিতে পারেনি রাজ্য। সেই কারণেই টাকা পাঠানো বন্ধ রয়েছে। এ নিয়ে দুপক্ষে টানাপড়েন চলছে দীর্ঘদিন। এই অবস্থায় জবকার্ডধারীদের কেন বেকার ভাতা দেওয়া হবে না, রাজ্যের থেকে সেই ব্যাখ্যা জানতে চাইল কলকাতা হাই কোর্ট।
একশো দিনের কাজ নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছিল পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুত সমিতি। সোমবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি ছিল। মামলাকারী পক্ষের বক্তব্য, একশো দিনের কাজের প্রকল্পের আইন অনুযায়ী জবকার্ডধারীদের কাজ দিতে না পারলে, তাঁদের বেকার ভাতা (আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যালাওয়েন্স) দিতে হবে রাজ্যকে। সে ক্ষেত্রে কেন রাজ্যকে ওই ভাতা দিতে নির্দেশ দেওয়া হবে না, সে বিষয়ে রাজ্যের জবাব চাইল হাই কোর্ট। পুজোর ছুটির পর নভেম্বর মাসে এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। সে দিনই নিজেদের বক্তব্য জানাতে হবে রাজ্যকে।
রাজ্যের দাবি, কেন্দ্র ৩৯টি দল পাঠিয়েছিল দিল্লি থেকে। কিন্তু কী অনিমের অভিযোগ রয়েছে সে বিষয়ে ওই দলগুলি কিছু জানায়নি রাজ্যকে। এমন অবস্থায় কেন্দ্র-রাজ্য দ্বন্দ্বের আবহে সাধারণ জবকার্ডধারীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি। উল্লেখ্য, রাজ্যে বর্তমানে জবকার্ডধারীর সংখ্যা ১ কোটির কাছাকাছি।

বিলাসীপাড়ায় তিন-তিনটি খুনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ১৩ জনের

ধুবড়ি (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : ১৯৯৬ সালে ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাসীপাড়ায় ট্রিপল মার্ডার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে ১৩ জন অভিযুক্তের। বিলাসীপাড়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ফারহানা সুলতানা ওই ১৩ জন যথাক্রমে আব্বাস আলি, আলি হোসেন, আবু বক্কর সিদ্দিক, ইউনুস আলি, ইনসাফ আলি, নওশাদ আলি, সহিদ আলি, গোলাপ নবী, হজরত আলি, আলম শেখ, মোসলেম উদ্দিন, খায়বার আলি এবং সাদেক আলিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে অর্থদণ্ডও দিয়েছেন।মামলার অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর তপনকুমার ভট্টাচার্য জানান, ১৯৯৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর সঈদ আলি, ময়নাল হক এবং আসুর উদ্দিনকে ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাসীপাড়া মহকুমার বোয়ালকামরি এলাকায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ঘটনার পর নিহতের আত্মীয় শুকুর আলি ওই দিন বিলাসীপাড়া থানায় আব্বাস আলি, আলি হোসেন, আবু বক্কর সিদ্দিক, ইউনুস আলি, ইনসাফ আলি, নওশাদ আলি, সহিদ আলি, গোলাপ নবী, হজরত আলি, আলম শেখ, মোসলেম উদ্দিন, খায়বার আলি এবং সাদেক আলি সহ আরও কয়েকজন অভিযুক্তের নামধাম সহ একটি এফআইআর দায়ের করেন।এফআইআর-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তপন ভট্টাচার্য জানান, ১৯৯৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর সকাল ৬-টার দিকে জনৈক মজিদ আলি তাঁর ভাই জব্বার আলির জমিতে চাষ করছিলেন। তখন অভিযুক্তরা ওই জমিতে ঢুকে মজিদ আলির ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। তা দেখে সঈদ আলি, ময়নাল হক এবং আসুর উদ্দিন মজিদ আলিকে হামলাকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন তাঁরা।দাখিলকৃত এফআইআর-এর ভিত্তিতে বিলাসীপাড়া থানায় ভারতীয় ফৌজদারি ১৪৯/৩০২/৩২৬ ধারায় ১৯০/১৯৯৬ নম্বরে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। ওই মামলার ভিত্তিতে ঘটনাটির তদন্ত শুরু করে বিলাসীপাড়া থানার পুলিশ।পরবর্তীতে বিলাসীপাড়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের আদালতে মামলা হয়। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের আদালতে নথিভুক্ত ১০৮/২০০১ নম্বরে মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।সুরতহাল এবং বহু সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণের পর আজ ৭ অক্টোবর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ফারহানা সুলতানা ১৩ জন আসামী আব্বাস আলি, আলি হোসেন, আবু বক্কর সিদ্দিক, ইউনুস আলি, ইনসাফ আলি, নওশাদ আলি, সহিদ আলি, গোলাপ নবী, হজরত আলি, আলম শেখ, মোসলেম উদ্দিন, খায়বার আলি এবং সাদেক আলিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

ষষ্ঠীর দিন প্রায় ৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু

নদিয়া, ৭ অক্টোবর (হি.স.): বুধবার প্রায় ৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু। এই নির্দেশ জারি করেছে নদিয়ার জেলা প্রশাসন। তারা জানিয়েছে, আগামী ৯ অক্টোবর সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত গৌরাঙ্গ সেতু সংস্কারের জন্য সব ধরনের যানচলাচল বন্ধ রাখা হবে।
বৃহস্পতিবার গৌরাঙ্গ সেতুর মাঝামাঝি অংশের দু'টি স্ল্যাবের সংযোগস্থলের প্লেট সরে যায়। এরপরেই কোনও দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য এই সেতুর উপর দিয়ে যাত্রীবাহী বাস এবং ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা সেতুর বিপজ্জনক অংশ বাঁশ দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। শুক্রবার থেকে সেতুর একটি লেন দিয়ে বাস চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
সেতুটি সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন পূর্ত দফতরের কর্মীরা। মেরামতির জন্যই ষষ্ঠীতে চার ঘণ্টা সেতুটির উপর দিয়ে সমস্ত যানচলাচল বন্ধ রাখার নোটিস দেওয়া হয়েছে।কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানের যোগাযোগের একমাত্র পথ গৌরাঙ্গ সেতু। সারা বছরই এই সেতুর উপর প্রবল চাপ থাকে। ষষ্ঠীর দিন চার ঘণ্টার জন্য সেতুটি বন্ধ থাকলে বিস্তর সমস্যায় পড়তে পারেন বহু মানুষ।

প্রতিমা দর্শনের জন্য কলকাতা পুলিশের বিশেষ উদ্যোগ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.) কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মতো এবারও পুজো দর্শন। এর সূচনায় কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজ ভার্মা। তিনি বলেন, পুলিশ ট্রেনিং স্কুল থেকে ছোটবেলায় যাঁর হাত ধরে ঠাকুর দেখা, তাঁকেই ফের হাত ধরে ঠাকুর দর্শনের ব্যবস্থা করে দিতে এই অভিনব আয়োজন কলকাতা পুলিশের। উল্লেখ্য, কলকাতা পুলিশ অনেক বছর ধরেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। দু”ধরনের অংশগ্রহণকারীরা রয়েছেন। এর মধ্যেই একাংশ প্রণামের সদস্যরা অর্থাৎ যারা বর্ষীয়ান নাগরিক। এই মুহূর্তে কলকাতা পুলিশের আওতায় ২২ হাজার সদস্য রয়েছেন। পুলিশ বছরভর ধরেই তাদের খোঁজখবর যেমন রাখে, তাদের বাড়িতেও যায় কোনওরকম সমস্যা আছে কিনা সেকথাও জানতে চায় ! সেই সমস্ত বিষয় খোঁজ নেয়। এবছর কলকাতা পুলিশের তরফে থেকে যে পুজো দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে ৪২০ জন সিনিয়র সিটিজেন ও ২৩০ জন স্পেশাল চাইল্ডদের নিয়ে ২২ টি বাসে করে নামী পূজা প্যান্ডেল ঘুরে প্রতিমা দর্শন করানো হবে। তার পাশাপাশি খাবারের ব্যবস্থাও রয়েছে। এতে ওরা আনন্দিত ও যারপরনাই খুশি।

তারিখ সল্টলেকের সেচ ও জলসম্পদ ভবনের সামনে ধর্না ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি

বহরমপুর, ৭ অক্টোবর (হি. স.): সামশেরগঞ্জে গঙ্গানদীর ভাঙনের ফলে এলাকায় দুর্গতদের সংখ্যা বাড়ছে। কেন্দ্রীয় জল কমিশনের সদস্য হিসেবে সোমবার পরিদর্শনে যান অধীররঞ্জন চৌধুরী। মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা নদীর ভাঙন চলছেই। এর ফলে সামশেরগঞ্জ এলাকায় সিকদারপুরে চরম ক্ষতি হয়। এলাকার বাসিন্দাদের অনুরোধ মতো সরেজমিন পরিদর্শন যান তিনি। আলোচনায় যোগ দেন। এরপর বহরমপুর জেলা কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন তিনি, উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, গত ১৩ বছর ধরেই রাজ্য সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। নদী ভাঙন নতুন ঘটনা নয়। ঘাটালের বন্যাও বন্ধ করা যায় নি। অথচ, কান্দি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে এখানকার বাসিন্দারা রেহাই পেয়েছেন। বানভাসি মানুষ সেখানেই ফি বছর। সদিচ্ছার অভাবে বদলায়নি এই ছবিটি। চলতি মাসের আগামী ২২ তারিখ এর পরিপ্রেক্ষিতে সল্টলেকের সেচ ও জলসম্পদ ভবনের সামনেই একদিনের প্রতীকি অবস্থান বিক্ষোভ ও ধর্নার কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এই খবর জানিয়ে বলেন, সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে কংগ্রেসের এই আন্দোলন।

৩৮৫ জন চাকরিপ্রার্থীর হাতে নিয়োগ পত্র প্রদান মুখ্যমন্ত্রীর

— বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের জন্য একটি সক্ষম ল্যান্ডস্কেপ তৈরির কাজ করছে রাজ্য : হিমন্তবিশ্ব— ২০২৬ সালের মধ্যে ১.৭ লক্ষ সরকারি চাকরি দেবে সরকার, ঘোষণা ড. শর্মারগুয়াহাটি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : স্বচ্ছ এবং মেধা-ভিত্তিক নিয়োগের প্রতি রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রেখে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ সোমবার গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ৩৮৫ জন চাকরিপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন। আজকের নিয়োগের মাধ্যমে অসমে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,২৫,০৩০।
আজ প্রদত্ত মোট ৩৮৫টি নতুন নিয়োগের মধ্যে ৮১টি উচ্চ শিক্ষা অধিকরণে, ১৮৩টি কারিগরি শিক্ষা অধিকরণে, ২০টি রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কাউন্সিলে এবং ১০১টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অধিকরণে।নিয়োগপত্র প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, দু-লক্ষ সরকারি চাকরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। বর্তমান রাজ্য সরকার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে অসমের জনগণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার গৌরব থেকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সরকার এখন ২০২৬ সালের মধ্যে ১.৭ লক্ষ সরকারি চাকরি প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী বছরের মে মাসের শেষের দিকে রাজ্য সরকার গ্রুপ থ্রি এবং গ্রুপ ফোর ক্যাটাগরিতে ‘আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এগজামিনেশন’ (এডিআরই)-এর মাধ্যমে আরও ৩৫ থেকে ৪০ হাজার নিয়োগ দেবে। তাছাড়া আসাম পুলিশ এবং শিক্ষা বিভাগেও নিয়োগ হবে।
ড. শর্মা বলেন, গত তিন বছরে রাজ্য জুড়ে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যাপক নিয়োগের ফলে অনেক শিক্ষিত যুবক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, আয়ুশ বিভাগে ১০১ জন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের পাশাপাশি রাজ্যে আরও আয়ুর্বেদিক ডাক্তার নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অসমের গড় বয়স ২২.৭ বছর। অতএব রাজ্যে যুবকদের সংখ্যা বেশি। ফলে তাঁদের কাজের প্রতি ঝোঁকও রয়েছে। তা উপলব্ধি করে অসম সরকার সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করতে কাজ করছে। জাগিরোডে সেমিকন্ডাক্টর শিল্প সহ গত তিন বছরে রাজ্যে শিল্পায়ন রাজ্যের পরিবর্তিত ল্যান্ডস্ক্যাপের প্রমাণ, বলেন ড. শর্মা।প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমে নিয়োগ প্রক্রিয়ার একটি কালো অধ্যায় রয়েছে। আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন (এপিএসসি)-এর চাকরি কেলেংকারি সরকারি চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতার ওপর আঘাত করেছে। যা-ই হোক, বর্তমান রাজ্য সরকার তার শেষ দুই মেয়াদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং যোগ্যতার প্রবর্তন করেছে বর্তমান সরকার। ফলাফল সুস্পষ্ট, মেধা ভিত্তিক নিয়োগ এখন দিনের আলোয় পরিণত হয়েছে।

অঙ্গন

অনূর্ধ-১৯ জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে উত্তর প্রদেশ জয়ে আজ মরিয়া ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরতে চাইছে ত্রিপুরার মেয়েরা। প্রতিপক্ষ উত্তর প্রদেশ। জাতীয় অনূর্ধ ১৯ টি টোয়েন্টি মহিলা ক্রিকেট আসরে উত্তরপ্রদেশ কিন্তু ইতোমধ্যে জয়ের হ্যাট্রিক করে নিয়েছে যথাক্রমে রাজস্থান ঝাড়খন্ড ও অরুনাচল প্রদেশ কে হারিয়ে। প্রথম ম্যাচে বাংলার কাছে ১১ রানে হেরেছিল। এদিকে, ত্রিপুরার মেয়েরা দুর্বল প্রতিপক্ষ অরুনাচল প্রদেশকে হারিয়ে শুক্রবারে প্রথম ও একমাত্র জয়ের স্বাদ পেয়েছিল। এর আগে ঝাড়খণ্ডের কাছে ১৩ রানে এবং বাংলার কাছে সাত উইকেটে পরাজয়ের পর সর্বশেষ রবিবারে রাজস্থানের কাছেও পরাজয় স্বীকার করেছে ৬১ রানের ব্যবধানে। মুল পূর্বে খেলার প্রত্যাশা পুরোপুরি নেই বললেই চলে। তবুও শেষ ম্যাচে জয় পেয়ে ঘরে ফিরতে চাইছে ত্রিপুরার মেয়েরা। চন্ডিগড়ে সেক্টর ২৬ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আগামীকাল ত্রিপুরা ও উত্তর প্রদেশ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এছাড়া, অপর খেলায় আগামীকাল অরুণাচল প্রদেশ খেলবে বাংলার বিরুদ্ধে। বাংলার লক্ষ্য রয়েছে আগামীকাল অরুণাচল কে হারিয়ে অপরাজেয়র ধারা অক্ষুণ রেখে অর্থাৎ অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মুল পর্বে খেলা। অপর ম্যাচে আগামীকাল ঝাড়খন্ড ও রাজস্থান পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। এই দুই দলের কাছেও মূল পর্বে খেলার সম্ভাবনা যথেষ্ট কম। কেননা দুই দলই দুটি করে ম্যাচ জিতলেও দুটি ম্যাচে হারের সুবাদে গ্রুপ লীগে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে।

ভিনু মানকড় ট্রফি ক্রিকেটে আজ মিজোরাম জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিশ্চিত জয়ের লক্ষ্যে প্রহর গুনছে ত্রিপুরার ছেলেরা। খেলা জয়পুরে। অনূর্ধ ১৯ জাতীয় এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট তথা ভিনু মানকড় ট্রফি ক্রিকেটে আগামীকাল ত্রিপুরা দুর্বল প্রতিপক্ষ মিজোরামের বিরুদ্ধে খেলবে। দুদলের কাছেই এটি তৃতীয় ম্যাচ। তবে আগের দুটি ম্যাচে ত্রিপুরার মতো মিজোরামও প্রতিপক্ষ দুই দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেও নবাগত দল হিসেবে এবং রান রেটের নিরিখে মিজোরাম থেকে ত্রিপুরা এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। আশা করা হচ্ছে প্রথম দুই ম্যাচে যথাক্রমে জম্মু-কাশ্মীরের কাছে ন্যূনতম উইকেটে এবং তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে নয় উইকেটে হার শিকার করলেও আগামীকাল ত্রিপুরা মিজোরামকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পাবে। প্রথম দুই ম্যাচে মিজোরামও যথাক্রমে উড়িষ্যা ও জম্মু-কাশ্মীরের কাছে পরাজিত হয়েছে। জয়পুরে ই-গ্রুপের অপর খেলায় জম্মু-কাশ্মীর খেলবে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে। দুই দলই পরপর দুটি ম্যাচে জয়ী হয়ে আগামীকাল মাঠে নামবে জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে। এছাড়া, অপর খেলায় উড়িষ্যা ও তামিলনাড়ু পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, দুই দল ইতোমধ্যে একটি করে ম্যাচ জিতে নিয়েছে।

জিমনাস্টিক্স থেকে অবসর ঘোষণা করলেন অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক্স থেকে অবসর ঘোষণা করলেন রাজ্যের মেয়ে তথা ভারতের গর্ব পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। দীর্ঘ ২৫ বছরের ইতি টানলেন অবশেষে দীপা কর্মকার। সেই পাঁচ বছর থেকে শুরু করেছিলেন জিমনাসটিক্স। কোচ সোমা নন্দীর হাত ধরে শুরু করেছিলেন জিমন্যাস্টিক্স দীপা। তারপর বিশ্বেশ্বর নন্দীর কোচিংয়ে এসে অনেক সাফল্য অর্জন করে রাজ্যের এই সোনার মেয়ে দীপা। অবশেষে চোটের সঙ্গে লড়াই করতে করতে এবার অবসরের কথা ঘোষণা করলো দীপা কর্মকার। সোমবার সন্ধ্যায় এই ঘোষণা দিলেন দীপা। এন এস আর সি সি হল ঘরে এখন থেকে তিনি কোচিং করাবেন পরবর্তী জেনারেশনকে।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২—এ ইরানে খেলতে না যাওয়ায় 'শাস্তি' মোহনবাগানের

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.): এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ইরানে খেলতে না যাওয়ার জন্য 'শাস্তি' পেল মোহনবাগান। প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে গত বারের আইএসএলের লিগ শিল্ড জয়ীদের।সোমবার এক বিবৃতিতে এএফসি জানিয়েছে, ২ অক্টোবর ইরানের তাবরিজে ট্র্যাক্টর এফসির বিরুদ্ধে খেলা ছিল মোহনবাগান দলের। কিন্তু মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ সেখানে যাবে না বলে জানিয়েছিলেন। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ৫.২ ধারা অনুযায়ী ধরে নেওয়া হয়েছে যে মোহনবাগান এই প্রতিযোগিতা থেকে তাদের নাম তুলে নিয়েছে।বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, প্রতিযোগিতার নিয়মের ৫.৬ ধারা অনুযায়ী, এই প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত যত ম্যাচ তারা খেলেছে সবগুলি বাতিল হিসাবে ধরা হবে।এএফসি-র এই সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছে যাবে। তারা যদি বিবেচনা করে মোহনবাগানের ইরানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক, তা হলে সিদ্ধান্ত বদলও হতে পারে। তবে সেই সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

আর্কটিক ওপেন : পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন অলিম্পিক বিপর্যয়ের পরে ফিরে আসছেন

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : মঙ্গলবার আর্কটিক ওপেন সুপার ৫০০ টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু এবং লক্ষ্য সেন। কারণ প্যারিস অলিম্পিকে পদকবিহীন আউটিংয়ের পরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পিভি সিন্ধু ও লক্ষ্য সেন তাদের গতি পুনরুদ্ধার করতে চাইছেন। সিন্ধুর নতুন কোচ হয়েছেন কোরিয়ান কিংবদন্তি লি সিউন ইল, আগে সিন্ধুর কোচ ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার আগুস সান্তোসোর।

শ্রীলঙ্কার প্রধান কোচ হলেন শনৎ জয়সূর্য্য

কলম্বো, ৭ অক্টোবর (হি.স.): শনৎ জয়সূর্য্যকে জাতীয় দলের প্রধান কোচ নিয়োগ করা হয়েছে বলে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) সোমবার এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের কার্য্যনির্বাহী কমিটি ভারতের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সিরিজে দলের পারফরম্যান্স বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য, ২৭ বছর পর প্রথম দ্বিপাক্ষিক ওডিআই সিরিজ জিতেছে শ্রীলঙ্কা, আর ইংল্যান্ড সফরে ১০ বছর পর শ্রীলঙ্কা টেস্ট ম্যাচ জিতেছে এবং নিউজিল্যান্ডের হোম টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে জয়ী হয়েছে শ্রীলঙ্কা। এই সিরিজগুলিতে জয়সূর্য্য ক্রিস সিলভারউড অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলেন।

ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগের ওনারশিপ গ্রুপে সচিন তেন্ডুলকর

নিউইয়র্ক, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : চলতি বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে আমেরিকার ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ।
ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগে ওনারশিপ গ্রুপে সোমবার যুক্ত হয়েছেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর। তাঁকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রতিযোগিতার আয়োজকেরা। তিনি বলেছেন, "ক্রিকেট আমার জীবনের সব কিছু।
আমেরিকার ক্রিকেট এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে। তাদের ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত।'
ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগের চেয়ারম্যান অরুণ আগরওয়াল বলেছেন, "সচিন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় আমরা খুবই আনন্দিত।চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেবেন সচিনই।' উল্লেখ্য বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। এছাড়া এই লিগে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে সুনীল গাওস্কর, ওয়াসিম আক্রম, ভিভিয়ান রিচার্ডস, সনৎ জয়সূর্য্যর মতো আরও অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারদের।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকারের অগ্রাধিকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর: রাজ্যের পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে আজ একটি উল্লেখযোগ্য দিন। পর্যটনের বিকাশে এটি একটি নূতন সংযোজন। এতে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সৌন্দর্য্য যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি পর্যটকরাও অনেক আকৃষ্ট হবেন। রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। আজ আগরতলা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের বাগানের সংস্কার ও পুনরুদ্ধারমূলক রূপায়িত প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের আলাদা গড়িমা এবং ঐতিহ্য রয়েছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থানুকূল্যে এবং আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে এই পুনরুদ্ধার এবং পুনঃসংস্কারমূলক কাজ অতি অল্প সময়ে শেষ করা হয়েছে। এতে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের খোলা জায়গার উন্নতিকরণ সহ জলের ফোয়ারার পুনর্নবীকরণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষ্ণসাগর এবং রাধাসাগরের উন্নতিকরণ, ফুডকোর্ট স্থাপন, সেলফি পয়েন্ট স্থাপন, লেইকের পাশে পর্যটকদের জন্য হাঁটার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার চায় রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সুস্থ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকুক। তাই সরকার প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এই সরকারের কথার সঙ্গে কাজের মিল রয়েছে। রাজ্যের উন্নয়ন করতে এবং পর্যটন শিল্পকে বাইরের পর্যটকের কাছে তুলে ধরতে সরকার সদা সচেষ্ট। তিনি বলেন, ত্রিপুরার পর্যটন সম্পর্কে মানুষের চিন্তারধারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাইরের পর্যটকদের ভিড়ও এখন ত্রিপুরায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তাবায়ণের ফলে বাইরের পর্যটক সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থানুকূল্যে এবং আগরতলা স্মার্টসিটি লিমিটেডের তত্বাবধানে এই প্রকল্প রূপায়নে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা: শৈলেশ কুমার যাদব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত প্রমুখ।

দীপার অবসর

আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। রাজ্যের পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান জিমনাস্ট দীপা কর্মকার অবসরের ঘোষনা দিলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের ব্যাক্তিগত একাউন্টে দীপা অবসরের এই সিদ্ধান্ত জানান। তবে প্রতিযোগিতা মূলক আসর থেকে অবসর নিলেও দীপা জিমন্যাস্টিক্সের প্রসারে আগামীদিনে কাজ করে যাবেন। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে রিও অলিম্পিকে দীপা দেশের প্রথম জিমন্যাস্ট হিসেবে অংশ নিয়ে ভল্টিং টেবিলে ফাইনাল উঠে চতুর্থ হন। এছাড়া এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপে স্বর্ণ পদক জয় করেন। তিনি দেশের খেলাধুলার সর্বোচ্চ খেল রত্ন সম্মান সহ অর্জুন সম্মানেও ভূষিত হয়েছিলেন।

আগরতলা শহরের একটি বনেদি ক্লাব কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের পুজো প্যান্ডেলের উদ্বোধনে রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মণ।

কনজিউমারস ফেডারেশন লিমিটেডের ওয়েবসাইট উদ্বোধনে ডেপুটি স্পিকার রামপ্রসাদ পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর: ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ কনজিউমারস ফেডারেশন লিমিটেডের ওয়েবসাইট উদ্বোধন হলো সোমবার। এর উদ্বোধন করেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার রামপ্রসাদ পাল।

ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ কনজিউমারস ফেডারেশন লিমিটেডের ওয়েবসাইট উদ্বোধন হলো সোমবার আইতরমাতে। ত্রিপুরা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার রামপ্রসাদ পাল এই ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন। তাছাড়াও উপস্থিত ছিল আইতরমার চেয়ারম্যান টুটন দাস সহ অন্যান্যরা।

বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মী স্বল্পতায় বিদ্যুৎ বিল দিতে আসা ভোক্তারা ভোগান্তির শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ অক্টোবর: শারদ উৎসবের প্রাক্কালে বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মী স্বল্পতায় বিদ্যুৎ বিল দিতে আসা ভোক্তাদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়। ঘটনা তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরে। ক্ষুব্ধ সাধারণ ভোক্তারা। অবিলম্বে বিদ্যুতের পরিষেবা ব্যবস্থা উন্নতিকরনের দাবি জানিয়েছেন তারা। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। বিশেষ করে উৎসবে দিনগুলিতে বিদ্যুৎ ভোক্তাদের প্রচুর পরিমাণে ভিড় লক্ষ্য করা যায় প্রিপেইড পোস্টপেইড বিল মিটিয়ে দিতে। কিন্তু বিগত কয়েক মাস ধরে বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মী স্বল্পতার কারণে বিদ্যুৎ বিল প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে গ্রাহকদের এমনটাই অভিযোগ করে জানান।বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের বদান্যতার কারণে বিদ্যুৎ পরিষেবা লাটে উঠতে চলেছে। বিদ্যুৎ বিল দিতে আসা গ্রাহক যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে থেকে বিল পরিশোধ করছে। সেখানে ৩০ জনেরও বেশি গ্রাহক দাঁড়াতে অসুবিধা হয়। সেই জায়গাতে ৩০০ জনের উপরে দাঁড়িয়ে থেকে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে। আর তাতেই বিপত্তি। কারণ যেখানে ত্রিশ জন লোক লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধার সম্মুখীন সেই জায়গাতে ৩০০জনেরও বেশি লোক লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ার খবর রয়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হলো ৩০০ জন প্রিপেইড পোস্টপেইড গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য কাউন্টার খোলা রয়েছে একটি। সকাল ১০ টা থেকে দাঁড়িয়ে বিল পরিশোধ করে বাড়ি যেতে হচ্ছে গ্রাহকদের চারটাই। সাধারণ বিদ্যুৎ ভোক্তাদের দাবি অতি শীঘ্রই যেন বিদ্যুৎ দপ্তর তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ পরিষেবা বিষয়টি উন্নতি করনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে সিনিয়র ম্যানেজারের সাথে কথা বলেন গ্রাহকরা।

দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করলেন মেয়র

আগরতলা, ৭ অক্টোবর: আজ পুর নিগমের ৩৫ এবং ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুঃস্থ পরিবারের লোকজনদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এদিন তাদের হাতে বস্ত্র তুলে দিয়েছেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন আগরতলা পুর নিগমের ৩৫ এবং ৩৬ নং ওয়ার্ডে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ ওয়ার্ডের কর্পোরেটর নিতু দে এবং তুষার কান্তি ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

এদিন বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন, শারদ উৎসবে মা-বোনেদের মুখে হাসি ফোটাতে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের এজন্য তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অন্যান্য ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সকল অংশের জনগণকে গরীব বংশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন। সর্বোপরি শারদ উৎসব আনন্দ উল্লাসে কাটুক সেই প্রত্যাশা করেছেন মেয়র।

দুর্গোৎসব সম্পন্ন করতে জেলা পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ অক্টোবর: শান্তি পূর্ণভাবে সিপাহীজলা জেলায় দুর্গোৎসব সম্পন্ন করতে সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডির উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সোমবার সকালে জম্পুইজলার টিএসআর সপ্তম বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজিব সূত্রধর জেলার সমস্ত থানার ওসি, তিন মহকুমার এস ডি পি ও এবং জেলার সিনিয়র পুলিশ অফিসাররা। রুদ্ধ দ্বার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বৈঠক শেষে জেলা পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি জানান আসন্ন দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সিপাহীজলা জেলায় সম্পন্ন করতে এবং জেলার মানুষকে আরো কিভাবে সুরক্ষা দেওয়া যায় এবং জেলায় ল এন্ড অর্ডার যাতে বজায় থাকে সেই বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে জেলায় রয়েছে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশ ফোর্স। প্রতিমাসেই আইন-শৃঙ্খলা জনিত বিষয় নিয়ে সভা হয়। এবং প্রত্যেক মাসেই হয় ক্রাইম কনফারেন্স।বরাবরই শান্তি সম্প্রীতির পরিচয় দিয়ে আসছে সিপাহীজলা জেলা। এই জেলায় হিন্দু মুসলিম সমস্ত ধর্মের মানুষ রয়েছে। দুর্গোৎসবে সবাই যে যার মত আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। এই পরিবেশটা যাতে সব সময় বজায় থাকে সেই দিকে নজর রাখবার জন্য ও সবার প্রতি আহ্বান জানান জেলা পুলিশ সুপার। রুদ্ধ দ্বার বৈঠকে আরো কিছু সিদ্ধান্ত হয় যদিও সেগুলো প্রকাশ্যে বলতে চায়নি পুলিশ সুপার। চাঁদার জুলুম এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় উত্তপ্ত কদমতলা এলাকার পরিবেশ। সেই পরিস্থিতি যাতে সিপাহীজলা জেলায় সৃষ্টি না হয় সেইদিক বিচার বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত ও পুলিশের তরফ থেকে নেওয়া হয়, রুদ্ধ দ্বার বৈঠকে। যদিও বিষয়টি চেপে গিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার।

বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ, আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ অক্টোবর: দুর্গাপূজার প্রাকমুহুর্তে নেশা বিরোধী অভিযানে বিশেষ সফলতা অর্জন করলো কল্যাণপুর থানার পুলিশ। এই অভিযানের ফসল হিসেবে আটক করা হলো এক মদ বিক্রেতাকে। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কল্যানপুর থানার ওসি ইন্সপেক্টর তাপস মালাকার দাবি করেছেন গোপন এবং সুনির্দিষ্ট খবরের ভীতিতে থানা এলাকার লক্ষচন্দ্র পাড়াতে বিশেষ অভিযান সংঘটিত হয়। এই অভিযানে গিয়ে পুলিশ জনৈক নরেশ দেববর্মার বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণে বিলেতি মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি অবৈধভাবে মদ মজুদ এবং বিক্রি করার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট বাড়ির মালিক নরেশ দেববর্মাকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে। পাশাপাশি কল্যাণপুর থানার পুলিশের তরফ থেকে সমস্ত অংশের সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করতে গিয়ে জানানো হয়েছে আগামী দিনের দুর্গাপূজাকে শান্তিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য পুলিশ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এক্ষেত্রে সর্বসাধারণ যাতে করে সাধ্যমত পুলিশকে সাহায্য সহযোগিতা করে তার জন্য কল্যাণপুর পুলিশের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বিনম্র ভাবে আবেদন জানানো হয়।

এইডস কন্টোল সোসাইটির উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আজ সমাপ্ত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। যক্ষা নিবারণীর সমিতির হল ঘরে আয়োজিত এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার জয়েন্ট মিশন ডাইরেক্টর অরূপ দেব, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ডাঃ সমর্পিতা দত্ত, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ অনুরাধা মজুমদার। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার জয়েন্ট মিশন ডাইরেক্টর অরূপ দেব এই ধরনের আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করে রাজ্য থেকে এইচআইভি -এইডস নির্মূল করার ক্ষেত্রে জনসচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তিনি তাদের প্রতি এইচআইভি এইডস দূরীকরণের কর্মযজ্ঞে সামিল হবার আহ্বান জানান।ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ডাঃ সমর্পিতা দত্ত, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ অনুরাধা মজুমদার , ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের ডাঃ অঞ্জন দত্ত, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গোপা চ্যাটার্জী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের জনসংযোগ আধিকারিক পারিজাত দত্ত বক্তব্য রাখেন।

অতিথিরা তিনটি বিভাগে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং সান্ত্বনা পুরস্কার যারা লাভ করেছেন তাদের পুরস্কৃত করেন। বিদ্যালয় স্তরে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে সুবর্ণা লোধ, জয়দীপ পোদ্দার ও তনুশ্রী দেবনাথ , মহাবিদ্যালয় স্তরে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে শিবশংকর বৈদ্য, বিদিশা ভৌমিক ও অনামিকা ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন সাগরিকা মোদক বিপাশা চক্রবর্তী ও সঞ্জনা চৌধুরী।

কন্দমতলার ঘটনার তীব্র নিন্দা আমরা বাঙালির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর: চাঁদার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কদমতলা বাজারে দুর্গা পূজার প্রাক মূহুর্তে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আমরা বাঙালী দল। চাঁদার জুলুমবাজির ঘটনাকে কেন্দ্র হাতাহাতির ঘটনা মীমাংসা করার জন্য আইন আছে। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এই ধরনের নারকীয় তান্ডব কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না। প্রশাসন যেখানে বার বার শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনদের। এরপর ও প্রশাসনের উপর আস্থা না রেখে এই ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না। এই ধরনের নারকীয় ঘটনার ফলে ক্ষতি হলো সাধারণ দোকানদারদের। স্থানীয় কিছু বাড়ীঘরের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়েছে তারা ক্ষমার অযোগ্য। আসলে পাশের দেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু দিন ধরেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া ও নিজেদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা চলছে। এই ঘটনার সাথে গন্ডাছড়ার ঘটনার অনেকটা মিল রয়েছে।সেখানেও পরমেশ্বর রিয়াং এর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়ে জনজাতিদের একটি অংশের লোক বাঙালীদের ঘর বাড়ি দোকান পাটে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় ও লুটপাট করে নেয়। ঠিক এখানেও চাঁদার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না।এর পেছনে কোন ষড়যন্ত্র কাজ করছে। শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করে সাম্প্রদায়িক শক্তি বৃদ্ধি করে ফায়দা হাসিল করতে চাইছে। আমরা বাঙালী দল মনে করে আমরা ভারতীয়। ভারতের সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা দরকার।তাছাড়া, সোশ্যাল মিডিয়াতে উস্কানি মূলক পোস্ট দেওয়া কঠোর ভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হোক।

অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর: অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য রাজ্য শিশু স্বাস্থ্য সেবা সংস্থার স্কিম এবং অপুষ্টির শিকার শিশুদের নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি, ভগৎ সিং যুব আবাসে বাল্যবিবাহের উপরও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, মেম্বার চামেলী সাহা সহ অন্যান্যরা।

এদিন শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা বলেন, আজ এই কর্মশালার মূলত অপুষ্টি নিয়েই আলোচনা। রাজ্যের একাধিক শিশু অপুষ্টি রোগে আক্রান্ত রয়েছে। এমনকি গর্ভবতী মায়েরাও অপুষ্ট জনিত রোগে আক্রান্ত রয়েছেন। কারণ, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ হল শিশু। এই লক্ষ্যেই আজকের কর্মশালা।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে স্বচ্ছতা অভিযান

আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণায় গোটা দেশ জুড়ে চলছে ''স্বচ্ছতা হি সেবা'' কর্মসূচী''। এরই অঙ্গ হিসেবে সোমবার ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের আগরতলা শাখার উদ্যোগে আড়ালিয়াস্থিত নেতাজি কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ে দিনভর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে স্বচ্ছতা অভিযানের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন পরিষ্কার করা হয়। সকাল ১১ টায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে স্বচ্ছতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার কাউন্সিলর রুমা দাস, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উত্তর পূর্বাঞ্চলের এডিজি কৃপা শংকর যাদব, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অন্যান্যরা। এই পর্বে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বচ্ছতা বিষয়ে বিভিন্ন ইতিবাচক আলোচনা করা হয়। এক পেড় মা কে নাম, কর্মসূচির অধীনে বৃক্ষরোপন করা হয় স্কুল প্রাঙ্গনে। এদিন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আয়োজিত হয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও ক্যুইজ। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতায় জয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরষ্কার।

লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ পূজা, কল্যাণপুরে সজাগ পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ অক্টোবর: রাত পোহালেই পঞ্চমী। এবারের তিথি জনিত কারণে আগামীকাল থেকেই বোধনের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গার আরাধনা পর্ব শুরু হতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়টাকে নজরে রেখে বিভিন্ন জায়গার পূজা উদ্যোক্তাদের ব্যস্ততা চরমে। সেই সাথে সাথে বরাবরের মতোই ব্যস্ততা রয়েছে সাধারণ প্রশাসন থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে। এরকমই ছবি কল্যাণপুরে। গতকাল রাতে কল্যাণপুর পুলিশ থানা এলাকার বিভিন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা ট্রিবিউনের উদ্যোগে শারদ স্মরণিকার প্রকাশ

আগরতলা, ৭ অক্টোবর: ত্রিপুরা ট্রিবিউন ওয়েব নিউজ পোর্টালের পক্ষে থেকে রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূজার বিশেষ স্মরণিকা ''শারদ সম্ভার'' এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছে।ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, হেডলাইনস ত্রিপুরার সম্পাদক প্রণব সরকার সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।অন্যান্যদের মধ্যে বিশিষ্ট সাংবাদিক মানস পাল, ত্রিপুরা টাইমস সংবাদপত্রের ম্যানেজিং এডিটর অভিষিক্তা লোধ, আসাম রাইফেলসের মেজর পূর্বা সিং এবং সাংবাদিক নন্দিতা দত্ত উপস্থিত ছিলেন।প্রধান অতিথি ভাষণে ত্রিপুরা ট্রিবিউনের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, স্মরণিকার প্রথম সংস্করণে প্রবীণ ও তরুণ লেখকদের বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন রয়েছে। তিনি কয়েকটি আকর্ষণীয় নিবন্ধের কথাও উল্লেখ করেছেন।এই স্মরণিকায় ত্রিপুরা পর্যটন এবং রাজ্যের সমৃদ্ধ াংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত ফটোগ্রাফের মাধ্যমে সাম্প্রতিক বন্যা সংকটের সময় যারা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যদের জীবন বাচাঁতে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সম্মান জানিয়েছে।বন্যা ত্রাণ কাজে মানবিক প্রচেষ্টার জন্য তিনটি এনজিও- সেবা ও সহায়তা পরিষদ, যুবপ্রেরণা এবং সৌহার্দ্যকে সম্মানিত করা হয়েছে।

শুভ জন্মদিন

শ্রুতর্ষি (ঈশান)
জন্ম ঃ ০৮-১০-২০২৩ইং
জন্মদিনে প্রাণভরা আদর জানবে।
অরিজিৎ(বাবা) শঙ্খশ্রী (মা)
শ্যামলীবাজার, ইন্দ্রনগর, আগরতলা

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।